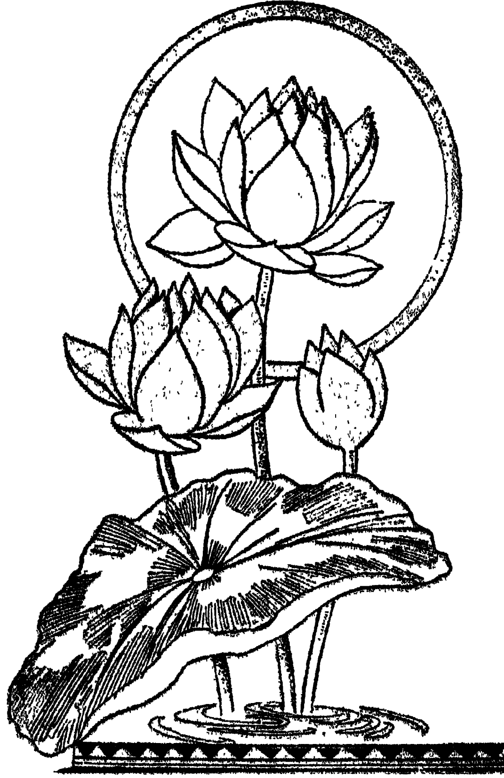


শ্রীহিরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী





গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা



বাঙলার নিজস্ব চিন্তার বিকাশ পূর্ণতা লাভ ক'রেছে বৈষ্ণবকাব্যে। ভারবী, ভবভূতি, কালিদাস, মাঘ ও শ্রীহর্ষের পর প্রায় সাতশত বৎসর কাল ভারতের কবিত্ব নিষ্ক্রিয় ছিল। এ দেশে গৌরব ক'রবার মত সৃষ্টি যে আর কোনদিন হবে, সে আশা ছিল না। নূতন কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি ক'রবার ক্ষমতা হয়তো লোপ পায় নি; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের সুরে সুর মিলিয়ে গাইবার শক্তি লুপ্ত হ'য়েছিল। সহসা এই নিষ্ক্রিয়তার প্রাচীর ভেঙে গ'ড়ে উঠ্‌লো এক নূতনতর যুগ; যখন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও লোচনদাস প্রভৃতি কবিগণ একে একে এসে, অলোকসামান্য প্রতিভার পঞ্চপ্রদীপে কাব্যভারতীর মঙ্গলারতি ক'রে গেলেন। এই হ'ল সেই বৈষ্ণব যুগ,—যে যুগে বাঙলার সমাজ ও মন এক অভিনব ছন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেল।

বৈষ্ণবযুগের বিশিষ্ট দান—প্রেমকাব্য। নায়ক-নায়িকার অন্তরের নিগূঢ় সত্য যেন বৈষ্ণব প্রেমকাব্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। রূপ, রাগ, রস, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ ইত্যাদি, প্রেমের বিভিন্ন উপাদান বৈষ্ণবকাব্যে যেমন নিখুঁত ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, তেমন আর কোথাও পাওয়া যায় না।

রূপ গোস্বামীর হংসদূত বৈষ্ণব প্রেমকাব্যের একখানি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহাকবি কালিদাস বিরহী যক্ষের মর্ম্মন্তুদ বেদনার গানে এক অভিনব স্বপ্নলোক সৃষ্টি ক'রেছিলেন 'মেঘদূতে' আর অমর কবি রূপ বিরহিণী রাধা ও গোপাঙ্গনাদের বিধুর চিত্তকুসুম চয়ন ক'রে, মানস লোকের এক অতুলনীয় কল্প-প্রাসাদ সৃষ্টি ক'রেছেন 'হংসদূতে'। কালিদাস ক'রেছেন বিরহী নায়কের মনোবিশ্লেষণ—বেদনা-মন্থর 'মন্দাক্রান্তার' যাদু-মন্ত্রে, আর রূপ এঁকেছেন বিরহিণী নায়িকার চিত্তপট,—বিধুরা 'শিখরিণীর' বিচিত্র বর্ণ-তূলিকায়। নায়ক ও নায়িকাচরিত্রের দুটি বিভিন্ন দিক্ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে এই দুখানি 'দূত' কাব্যে।

হংসদূতের কবি রূপ গোস্বামী ছিলেন মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় সহচর। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে খামট পুরের সন্নিকটবর্ত্তী নৈহাটি গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। রূপের পিতার নাম ছিল কুমার দেব আর মাতা





ছিলেন রেবতী দেবী। অগ্রজ সনাতন ছিলেন গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী। রূপ ও কনিষ্ঠ অনুপম (বল্লভ) অগ্রজের অনুসরণ ক'রে গৌড়েশ্বরের অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর সংস্পর্শে রূপ ও সনাতনের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং উচ্চ রাজপদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে তাঁরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সনাতন ও রূপের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর আর সন্তোষ। গৌড়েশ্বর সনাতনকে সাকর মল্লিক এবং রূপকে দবীরখাস উপাধি দান করেন। কিন্তু মহাপ্রভু ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে দুই ভাইকে দীক্ষা দিয়ে তাঁদের—নামকরণ করেন সনাতন আর রূপ। সনাতন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, আর রূপ ছিলেন চৈতন্যযুগের অদ্বিতীয় কবি। কনিষ্ঠ বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী রূপের নিকট শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শিক্ষা করেন; এবং পরে ইনি ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ব'লে খ্যাত হ'য়েছিলেন।

রূপ ও সনাতন শেষ জীবন অতিবাহিত করেন বৃন্দাবনে। রূপ একাধারে কবি, সাধক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শ গুরু ছিলেন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে তাঁর দেহাবসান হয়।

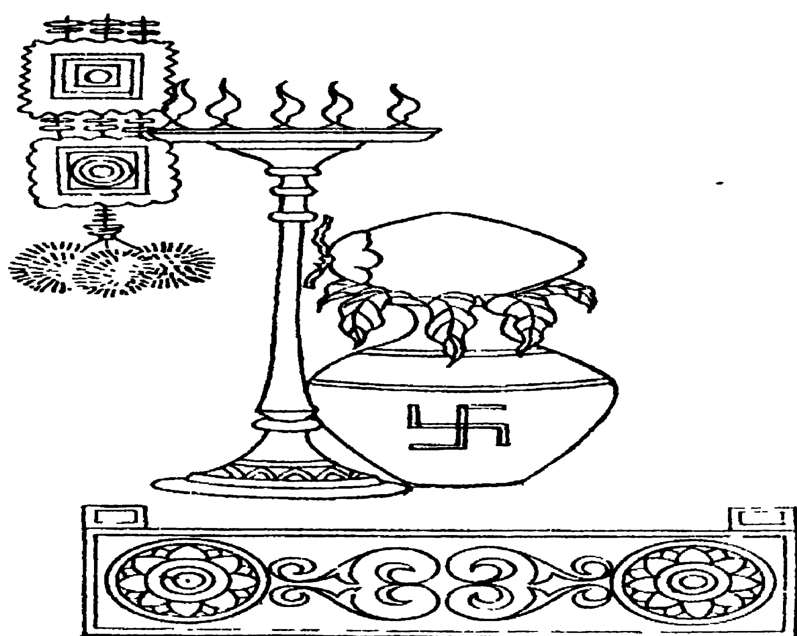
রূপ গোস্বামীর আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য দান—ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উদ্ধবসন্দেশ, প্রেমেন্দুসাগর, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি। উজ্জ্বলনীলমণির সমকক্ষ গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যেও দুর্ল্ভ। নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ ও রতি বিষয়ক আলোচনা উজ্জ্বলনীলমণির মূল বিষয় বস্তু। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক ফ্র্যয়েড, হ্যাভেলক্ এলিস্ ও উইলিয়ম ষ্টেকেল প্রভৃতির দানও উজ্জ্বল-নীলমণির তুলনায় সামান্য মনে হয়।

রূপ গোস্বামী বাঙালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব'লে বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে। এ অনুবাদ রূপ গোস্বামীর সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় স্থাপনে বিন্দুমাত্র সহায়তা ক'রলেও, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

মহালয়া
আশ্বিন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়





হংসদূত

১

—চার—

সংজ্ঞাহীনা কৃষ্ণ-প্রিয়ার নিথর তনু জড়িয়ে বুকে
যত্নে রাখে সঙ্গিনীরা শুভ্র-মৃণাল শয়ন পরে ;



আমার মায়ের মত স্নেহশীলা

শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দেবী

পূজনীয়াসু

কুলিশ কতশত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

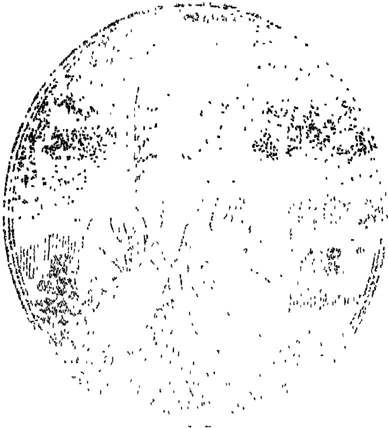
—বিত্তাপতি—

হমর দুখক নাহি ওর।
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।

* * *



উপহার



আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয়লো সজনি,
আঁধার পেরিলে আলা॥

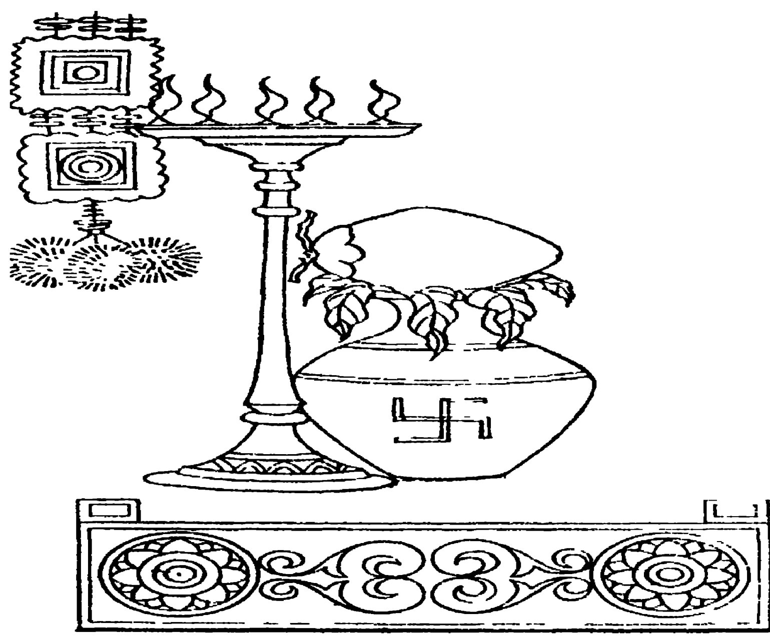
—চণ্ডীদাস—

রূপ লাগি আঁখি ঝরে
গুণে মন ভোর ;
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর।

—লোচনদাস—

* * *





—পঁয়ত্রিশ—

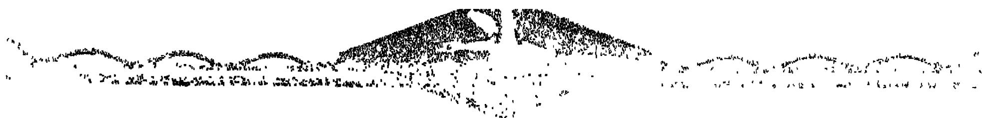
"উন্মাদিনী কমলমুখি দেখ্‌লে দশা তোর
কুলটারাও হাসবে সখি আজ"

হংসদূত
২



— বন্দনা —

দলিত হরিতাল দ্যুতি সিঞ্চিত পীত বসনধারী,
উজ্জ্বল নব রক্তজবা রঞ্জিত রাঙা চরণচারী !
কৌতুকলীলা লাস্য ভরে মঞ্জরে হাসি বিম্বপুটে,
তমালশ্যাম নিত্য সে রূপ চিত্ত আকাশে উঠুক ফুটে

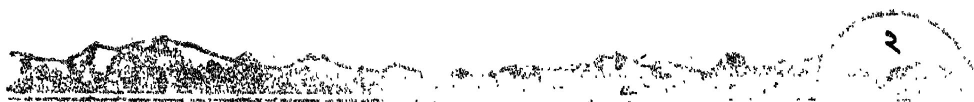




গোপবালাদের প্রিয়তম বল্লভ

মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন—







দুই

শ্যামল সখা বিহনে আজ
কুঞ্জভবন অন্ধকার,
কোমল-হিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া
সইতে নারে দুঃখ-ভার
সেই বিরহ সাগরতলে
ডুব্‌লো সারা পরাণমন,
ঘূর্ণীঘন ব্যথার চাপে
অশ্রু ঝরে অনুক্ষণ।

তিন

একটী কণা শান্তি আশে
বিভলমনা রাই
শিথিল পদে সখীর সাথে
চ'ল্‌লো যমুনায়।
অভিসারের কুঞ্জকুটীর
লতাবিতান সই,
আজিও যে তেমনি আছে
পরাণপ্রিয় কই ?
চিত্তজ্বালা দ্বিগুণ জ্বলে
নিঠুর লিপি ফলে ;
সংজ্ঞাহারা স্বর্ণকমল
লুটায় ভূমিতলে।

চার

সংজ্ঞাহীনা কৃষ্ণপ্রিয়ার নিথর তনু জড়িয়ে বুকে
যত্নে রাখে সঙ্গিনীরা শুভ্র মৃণাল শয়ন 'পরে ;
মর্ম্মব্যথা উদাস-চোখে উথ্‌লে ওঠে গভীর দুখে,
পার্শ্বে ব'সি সুন্দরীরা লীলাকমল ব্যজন করে।
স্নেহের বশে বান্ধবীদের চিত্তে জাগে শঙ্কা শত,
কান্না যেন রোধ মানেনা স্তব্ধ হিয়াতলে ;
আজকে বুঝি স্রোত যমুনার উঠ্‌বে বেড়ে অবিরত
সঙ্গীহীনা গোপাঙ্গনার তপ্ত আঁখি-জলে।

পাঁচ

ললিতারি বক্ষ-লীনা
কমল-মুখী রাই,
সিক্ত-'পলাশ ব্যজন পেয়ে
মুখটি তুলে চায়।
তাই দেখে সব সঙ্গিনীদের
হর্ষ জাগে মনে,
কুঞ্জবীথি মুখর হ'ল
মধুর আলাপনে।

ছয়

বিরহিণী রাইকে রাখি পদ্ম-শয়নে,
আকুল চিতে চাইছে সখী চপল নয়নে :

এমনি সময় দেখ্‌লো চেয়ে
একটী মরাল শঙ্খবরণ
এগিয়ে আসে তাদের পানে
নাচায়ে লঘু ছন্দে চরণ।
শুভ্র গ্রীবা ঊর্দ্ধে তুলে
গাইছে কল-কণ্ঠে গান ;
কালিন্দীর-এ স্তব্ধ ঘাটে
উতল করে শূন্য প্রাণ।



সাত

তাই দেখে সে হৃষ্ট মনে
এগিয়ে চলে ধীরে,
সাদর-প্রীতি সম্ভাষিয়া
শুক্ল পাখিটীরে।
সহসা সেই বিহগ পেয়ে
ভরসা হ'ল মনে —
বিরহের এই বার্ত্তা দারুণ
পাঠায় মধুবনে।
যোগ্য এ-দূত সেই বারতার,
যাবে আকাশ পথে ;
জানাবে সব দুখের কথা
নিঠুর মনোমথে।

আট

অমর্ষে প্রেম-ঈর্ষা জাগে
কৃষ্ণসখার চিত্ততলে,
অকপটে সেই বিহগে
দুখের কথা আপনি বলে।
এমনিতর প্রণয়ে যার
ভেঙে গেছে প্রাণের আগল,
আপন-পরের ভেদ ভুলেছে,
সমব্যথার পরশ পাগল।
দোষ কি, যদি বিহঙ্গে সে
প্রার্থনা তার জানিয়ে থাকে !
গভীর প্রেমের বিচ্ছেদ হায়
অবিশ্বাসের বাঁধ কি রাখে ?



নয়

নীল যমুনার পুণ্য তোয়ে
নিত্য তব বাস,
শুভ্র মৃণাল আমোদ ভোগে
কাটাও বারমাস।
বিষদ হিয়া, মহৎ তুমি,
তাইতো তোমার কাছে,
দুখিনী এই গোপাঙ্গনা
সহায়-শরণ যাচে।
মহৎ পাশে ভিক্ষা দীনের
হয় না বিফল জানি,
তাই অবলা তোমায় প্রিয়
জানায় মর্ম্মবাণী।

দশ

যতেক অভাগী-মোদের ভুলিয়া
জ্বালায়ে বিরহ জ্বালা,
মথুরা নগরে সুখের সাগরে
রভসে যাপয়ে কালা।
এ-সব দুখের দাহন বারতা
যতনে স্মরণে গাঁথি,
ত্বরিত গমনে, নিঠুর নাগরে
জানায়ে এসগো সাথী।





এগারো

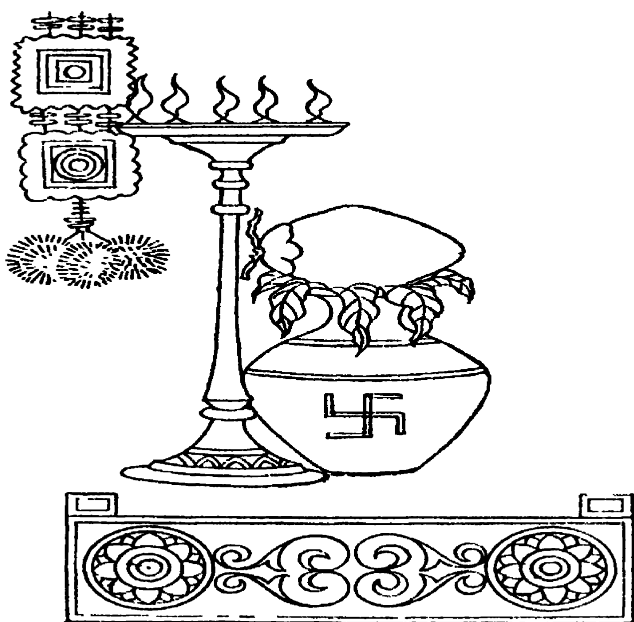
মথুরা পথের যাত্রা তোমার
কল্যাণময় হোক্।
পুলকিত মনে ক্ষিপ্র-গতিতে
উজলি' বীক্ষ্য-লোক,
উড্ডীন হও সুনীল আকাশে
দরদী বন্ধু প্রিয়!
চপল ছন্দে বিথারি পক্ষ-
পল্লব রমণীয়।
ঊর্দ্ধ নয়নে তোমারে হেরিয়া
গোপাল শিশুদল
চঞ্চল পদে হবে ধাবমান
করি মৃদু কোলাহল।

বারো

রমণীগণের জীবনবন্ধু
কৃষ্ণেরে সাথে ল'য়ে—
নিষ্ঠুর-মতি অক্রুর সখা
গেছে যেই পথ ব'য়ে,
জগৎ-বিদিত সেই পথে প্রিয়
যেও তুমি মথুরায়;
যৌবনশালী নট-নিঠুরের
দরশন কামনায়।







হংসদূত
৩

—এগারো—

মথুরা-পথের যাত্রা তোমার
কল্যাণময় হোক।
পুলকিত মনে ক্ষিপ্র-গতিতে
উজলি' বীক্ষ্য-লোক



তেরো

তাঁরি রথের চক্র-রেখা
মাটির বুকে দেখ্‌বে লেখা ;
দেখ্‌বে সেথায় বিবশ তনু
গোপাঙ্গনা সবে
মদন-তাপে অবশ হিয়া
শূন্যে চেয়ে র'বে ;

গণ্ড ব'য়ে ঝ'র্‌ছে ধারা,
দুঃখে বিলাপ ক'র্‌ছে তারা।
গোপশিশুরা সখার লাগি
ফিরে আকুল মনে ;
হয়তো সবে সেই নিঠুরে
খুঁজ্‌ছে বনে বনে॥

চৌদ্দ

জম্বু-সুনীল মিহির-মেয়ের
স্নিগ্ধবারি বারেক পিয়ে,
অমৃতময় কোমল-রুচি
পদ্ম-মৃণাল তৃপ্তি নিয়ে,
বিশ্রাম-সুখ ক্ষণেক লভি'
ছায়া-নিবিড় এই বিপিনে,
যাত্রা করো হৃষ্ট চিতে
বৃষ্ণিপুরের পথটি চিনে।

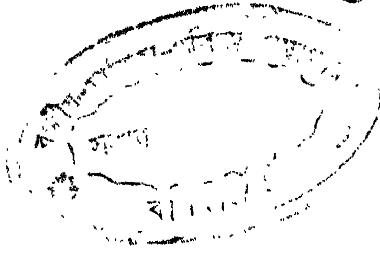


পনেরো

অক্রূর সাথে
আরোহিয়া রথে
গেল যবে প্রাণনাথ,
কুসুম সমান
গোপিনী পরাণে
হইল বজ্রপাত ;
দূর হ'তে সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নিরাশ-আশায় হৃদয় বাঁধিয়া,
অনুসরি সেই
নিঠুর নাগরে
চ'লেছিল যেই পথে ;
সে-পথ বহিয়া
যাও মথুরায়—
লভিবে সে মনোমথে ।

তাঁহারে বন্ধু ক'রো নিবেদন
অবলা নারীর প্রাণের বেদন ।
কীর্ত্তি তোমার
রবে চিরদিন
ব্যাপ্ত ভুবনময় ।
মহৎ যে-জন
সেই-তো বিশ্বে
দুখের দরদী হয় ।







ষোল

ক্লান্ত হ'লে ক্ষণেক প্রিয়,
কদম্ শাখে জিরিয়ে নিও ;
দেখ্‌বে যেতে পথের পাশে
ঘন শাখায় যার,
সবুজ কচি কিসলয়ের
অপূর্ব্ব সম্ভার।
সেই বিটপীর শাখায় উঠি,
নিত মোদের হৃদয় লুটি ;
গোপিকাদের গভীর প্রেমের
জান্‌তে পরিচয়,
বসন চুরি ক'র্‌তো কালা
মান্‌তো না বিনয়।

সতেরো

তমাল-শ্যাম অঙ্গ-উজল
কলাপী এক চিত্তলোভা—
রইতো ব'সে সেই পাদপে
ছড়িয়ে কনক-বসন-শোভা।
দেখ্‌লে তারে জাগ্‌তো মনে
চিত্র সে-এক দীপ্যমান,
আনন্দেরি লহর তুলে'
গাইতো মধুর কণ্ঠে গান!

আঠারো

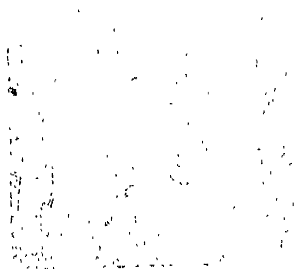
দেখ্‌বে তুমি পথের পাশে
রাসের লীলাভূমি,
তৃপ্ত হবে নয়ন দুটি
সুরম্য রূপ চুমি।
বৃত্তাকারে নৃত্য সেথায়
ক'র্‌তো গোপাঙ্গনা,
হুন্টাবালার অঙ্গরাগের
ঝ'র্‌তো মদ-কণা।
পরশে তার শ্যামল হোত'
শ্যামের লীলাস্থল ;
চরণ ছাঁদে চূর্ণ হোত'
মল্লী সমুজ্জ্বল।





উনিশ

অদূরে তার শ্যামের প্রিয় বাসন্তী-বিতান,
　　　　অনঙ্গ-উৎসবের নিকেতন।
নয়ন দুটি যত্নে সখা সাম্‌লে চ'লো সেথা,
　　　　নইলে হবে প্রেম-উতলা মন ;
গতি তোমার স্তব্ধ হবে, ক্লান্ত হবে চলা,
　　　　পথের কথা যাবেই তুমি ভুলে' ;
বিরহের এই অগ্নিতাপে যতেক গোপবালা
　　　　প্রাণ হারাবে যমুনারই কূলে।



কুড়ি

ক্ষণেক যদি বিলম্ব হয়
　　　　তবুও ভাই তুমি,
চ'ল্‌তে পথে যত্নে দেখো
　　　　শ্যামের লীলাভূমি।
ব্যর্থ সখা হবেনা সে
　　　　তীর্থ দরশন,
চিত্তখানি পূর্ণ হবে—
　　　　শুদ্ধ অনুখন।

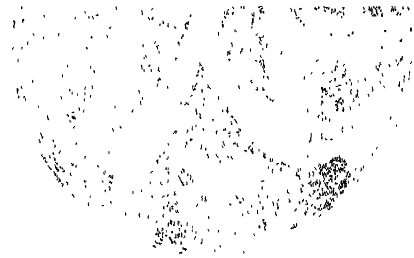
একুশ

বারেক শুনি বেণুর-ধ্বনি আভীর বণিতা
মিল্‌তো যেথা রহঃক্রীড়া তরে,
শ্যামল কচি বল্লরিকা গভীর আবেশে
জড়িয়ে আছে অঙ্গে থরে থরে ;
যেথায় ধেনু সবুজ তৃণে মনের হরষে
মিটায় ক্ষুধা অহর্নিশি ধরি',
শয়ন রচি' শৈলতটে বিজন বিপিনে
রইতো যেথা চিত্ত-চোরা হরি ;
দেখ্‌বে তুমি 'গোবর্দ্ধনে' গিরিবরে সেই
পরম সুখে পূর্ণ হবে হিয়া।
সেইতো প্রিয় সাক্ষী ছিল সকল মিলনে
গোপন কথা যত্নে আবরিয়া।

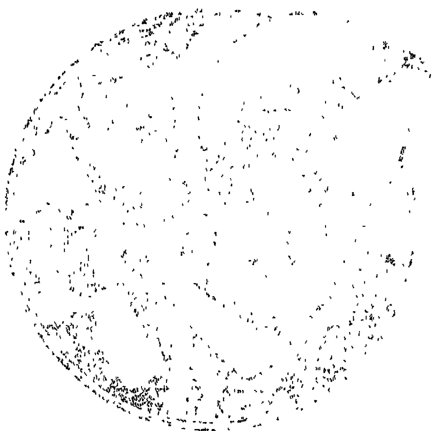
বাইশ

চক্রপাণি করাম্বুজে
স্থান দিয়েছেন যাঁরে
এই সে গিরি শৈল-কুল-পতি।
গর্ব্বভরে স্বর্গরাজে
জয় ক'রেছেন রণে,
ভুবন-খ্যাত সার্থক-নাম অতি।

তেইশ



দেখ্‌বে তুমি প্রান্তে তারি
চপলা সব কিরাত নারী
তমাল হেরি আচম্বিতে
তপ্ত-তনুমন ;
উদাস হৃদে অলক্ষিতে
প্রণয় জ্বালা ক্লিষ্ট চিতে,
জপ্‌ছে মনে সেই কপটী
কৃষ্ণে অনুখন।



স্নিগ্ধ তব পক্ষ-বায়ে
স্নেহের ছোঁয়া লাগ্‌বে গায়ে,
জুড়াবে সেই অঙ্গনাদের
অঙ্গ-দাহ সখা !
কালিন্দীরি সলিল মাখা
শুভ্র তব কোমল পাখা
ভ'র্‌বে নব সজীবতায়
শৈল-উপত্যকা।

চব্বিশ

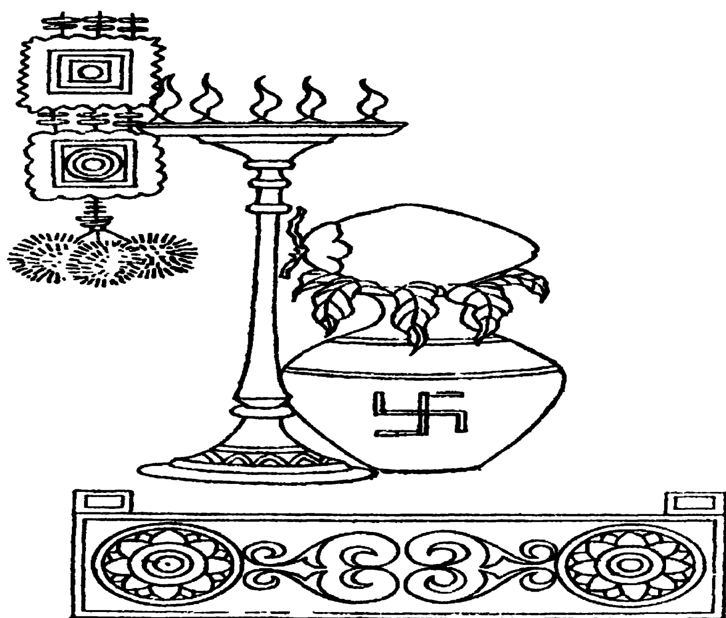
তার ওপারে শ্রীকান্তেরি রতি-বিলাস-বীথি,
কদম্ব-গেহ কুঞ্জ অনুপম ;
দেখ্‌লে সখা হর্ষে দোলে রস-মুখর হৃদি,
সুভোগ্য সে দৃশ্য মনোরম ।
সেথায় প্রিয় ক্ষণেক তরে লভি বিরাম সুখ,
ফুল্ল যদি না হয় তব হিয়া,
বিফল জেনো চিত্ত-রসের লীলা-চতুরপণা ;
বৃথাই তব প্রেমের দৌত্যক্রিয়া ।

পঁচিশ



বৃন্দাবনের প্রান্তদেশে
চ'ল্‌তে সখা দেখ্‌বে তুমি,
শুভ্র-শারদ মেঘের মত
উজল ক'রে ক্ষেত্র ভূমি—
রয়েছে সেই অরিষ্টেরি
শুষ্ক-চির অস্থি-শির ।
কৈলাসেরই শিখর ভ্রমে
দেখ্‌বে সেথা ক'র্‌ছে ভিড়
শম্ভু-সখা যক্ষরাজের
ভৃত্য-যত সরল মন ;
দূর হ'তে সব আস্‌ছে ধেয়ে
ক'র্‌তে গিরি আরোহণ ।





—একুশ—

হংসদূত
৪

বারেক শুনি বেণুর ধ্বনি আভীর-বনিতা
মিল্‌তো যেথা রহঃক্রীড়া তরে,



ছাব্বিশ

গান গেয়ে তুমি আপনার মনে,
সলীল ছন্দে যাও মধুবনে।
আজি বিরহের দশম দশায়—
অবলা হৃদয় কাঁদে নিরাশায়।
প্রাণহীনা সবে মর্ম্মের দুখে,
পথ চেয়ে আছে পাণ্ডুর মুখে।
শুনিয়া তোমার কণ্ঠের ধ্বনি,
হয়তো কাতরা শতেক রমণী
নিথর তনুতে ফিরে পাবে প্রাণ,
স্মরিয়া শ্যামের নূপুরের গান।





সাতাশ

ঘন-শ্যামল ভাণ্ডারেতে ব'স্‌বে ক্ষণকাল,
নীল শাখে যার সোনালি রোদ্‌ নাচে সমুত্তাল ;
ছায়া-মেদুর সেই কাননের কোমল পরশে
চিত্ত তোমার উঠ্‌বে দুলে' বিপুল হরষে।
শ্বেত পতাকা উড়িয়ে যবে চ'ল্‌বে পুনঃ ধেয়ে,
শঙ্খপাণির মূর্ত্তিখানি ফুট্‌বে আকাশ ছেয়ে।

আটাশ

বিশ্বপিতার নয়ন-ঝরা
প্রেমের ধারায় অবিরাম,
সিক্ত যেথায় সবুজ তৃণ
নিত্য নয়ন-অভিরাম ;
সেই বিদিত ব্রহ্মপুরে
তোমার দেখি আগমন,
জাগ্‌বে যত বনদেবীর
চিত্তে পুলক-আলোড়ন।
চতুর ওগো, তোমায় হেরি
ভাব্‌বে তা'রা অবিকল
হংসরথীর চরণপাতে
ধন্য হ'ল বনস্থল।





উনত্রিশ

সখা, তাঁহারি দরশ আশে,
অঙ্গনা যত—
দুখভারে নত,
যমুনা পুলিনে আসে।
বিরহ মলিন
আঁখে নিশিদিন
বেদনা অশ্রু ঝরে,
চরণের গতি
না-মানে বিরতি
পিচ্ছিল পথ 'পরে।
সেই নিঠুর দরদী কালা—
বাম তেঁহো প্রতি,
তবু যেন অতি—
বিলম্বে বাড়য়ে জ্বালা।



ত্রিশ

মুরারি যেথায় চপল-ছন্দে
নৃত্য করিত মহা-আনন্দে
কালিয়-নাগের শিরে,
ফণি-মণি-খসা সেই সে তড়াগে
সুনীল অম্বু শোভে নীল-রাগে,
তটভূমি ঘিরে ঘিরে।
প্রাণ ভ'রে সখা পান ক'রো তারি
কদম-কেশর-সুরভিত বারি—
ফিরে পাবে নব বল ;
বিশ্ব মাগিছে যে-রাঙা চরণ,
সেই পদরেণু করিয়া বরণ
পুণ্য সে-হ্রদ জল।

একত্রিশ

দেখ্‌বে সেথায় বৃন্দাদেবী
চিত্ত ক্লেশে শীর্ণকায়া,
কোমল কচি মঞ্জরী তার
আঁকবে মনে অশ্রু-মায়া ;
সেই তুলসী বিষ্ণুপ্রিয়া
কৃষ্ণ প্রেমের মর্ম্ম জানে ;
শ্রদ্ধা ভরে বন্দনা ভাই
জানিয়ো তুমি তাঁহার স্থানে।





বত্রিশ

এমনি ক'রে কেকা-মুখর একাদশটী কুঞ্জ ছাড়ি,
দেখ্‌বে সখা কাননবীথি যেই,
ছায়ামেদুর আম্রবনের সবুজ ঘন আঁচল ঢাকা
সেই মধুবন, তুলনা তার নেই।
শুভ্র বিমল যশের রাশি যাদের প্রিয় ভুবন ভরা,
সেথায় তুমি দেখ্‌বে তাদের বাস ;
ইন্দ্রপুরের প্রাসাদ জিনি, সুরম্য সে হর্ম্ম্যখানি
যদুকুলের কীর্ত্তিগাথা গাইছে বারোমাস।



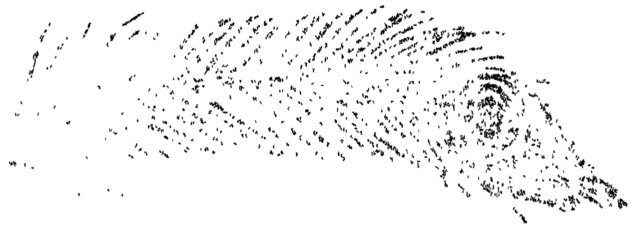
তেত্রিশ

কৈলাসেরই শিখর সম
বিশাল পুরী অগণন,
স্তম্ভমালায় ক'র্‌ছে শোভা
সেই মথুরা অতুলন।
উল্‌লসিত উপবনের
প্রস্ফুটিত পুষ্প দল
মধুর-জলা সেই মথুরা
ক'র্‌ছে সখা সমুজ্জ্বল।



চৌত্রিশ

দেখ্‌বে কোথাও শম্ভুবাহন
নবীন তৃণে মিটায় ক্ষুধা,
কেলি-মুখর মরালগুলি
মৃণাল মূলে খুঁজ্‌ছে সুধা ;
কোথাও শিখী অবাধ মনে
বিষধরের জীবন নাশে,
শালের বনে ইন্দ্রবাহন
ঝঞ্ঝা তোলে বিপুল গ্রাসে।



পঁয়ত্রিশ



রাধার প্রতি—

শিথিল তব বসনখানি আজকে যে গো সখি,
এলায়ে যায় কটির সীমা হ'তে,
কণ্ঠমালার মুক্তাবলী মনের অগোচরে
ছড়িয়ে পড়ে ব্রজের পথে পথে।
উন্মাদিনী কমলমুখি, দেখ্‌লে দশা তোর—
কুলটারাও হাস্‌বে সখি আজ,
কলঙ্কেরি হান্‌বে দাগা, ওলো অসংবৃতে—
মদির মনে হারাস্‌নে তুই লাজ।

ছত্রিশ

বিরহে আজ চিত্তহারা
হ'য়েছ কি এতই সই !
দখিন পায়ে অলক্তিমা
অন্যটীতে চিহ্ন কই ?
প্রসাধনেও কৃষ্ণপ্রিয়া
এমনি হ'লে উন্মনা,
মদন তাপে ক্লিষ্ট ভাবি'
হাস্‌বে পুর-অঙ্গনা।
অপমানের তপ্ত শেলে
পরাণ যদি যায় রাধা,
পুষ্প-ধনুর গর্ব্বে সখি
কেমনে বল্‌ দিই বাধা !

সাঁইত্রিশ

সদ্য-ফোটা অশোক ফুলে
সজ্জিত সে নিরুপম
কংসজয়ী চ'ল্‌তে পথে
ঘটাচ্ছে কি চিত্ত-ভ্রম !
অপাঙ্গেরি লীলায় কি গো
পুর-বীথি হর্ষময়,
নির্ণিমেষে দেখ্‌ছ চেয়ে
তুচ্ছ করি লজ্জা ভয় !

আটত্রিশ

মুহুর্মুহুঃ ঊর্দ্ধ পথে চাইছ কেন সখি,
আপন মনে ভাব্‌ছ কিসের কথা ?
ক্ষণকালেই বার্ত্তা পাবে সেই-সে দয়িতের
জুড়াবে সই প্রাণের যত ব্যথা।
কমলমুখি, দেখ্‌লে তোরে স্বতঃই জাগে মনে
নয়ন পথে ভাস্‌ছে বুঝি তোর —
রমণী-মন পাগল-করা নবনীরদ-কালা
অবলাদের নিঠুর চিত্ত চোর।

ঊনচল্লিশ

রোদনের ভারে পাশরিয়া লাজ
কেন লো মরিস্‌ রাধে,
মধুবন ছাড়ি আসিবে সে পুনঃ
পড়িবে নয়ন ফাঁদে।
তেমনি করিয়া চটুল তোমার
চাহনি ঘিরিয়া কালা
পলে পলে সই প্রেম কুতূহলে
গাঁথিবে প্রণয় মালা।

হংসের প্রতি—

সখা, মথুরার পথে সেই পথিকের
রাতুল চরণ পাতে
মুখর হ'য়েছে সব ;
পুর-নারীদের রতি-জল্পনা-ভরা
যৌবন মদিরাতে
ওঠে কৌতুক রব।



চল্লিশ

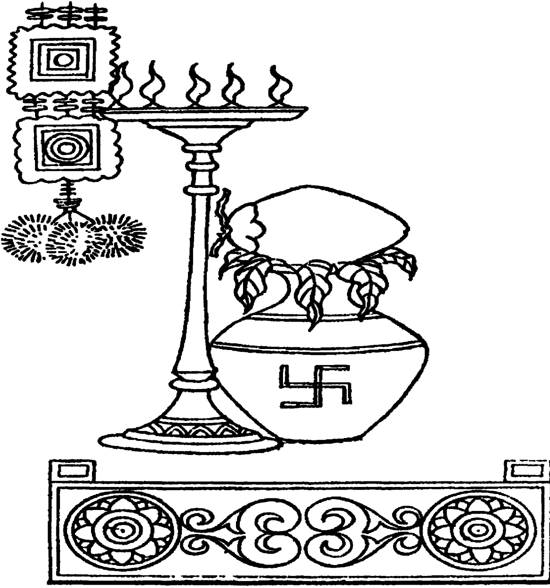
সে-মুখ ইন্দু দিবস যামিনী
রসিকা নাগরীগণে
বিপুল হরষে করে দরশন
প্রেম মুকুলিত মনে ;
গোপিনীকুলের শিয়রে ছড়ায়ে
সঘন বিপদজাল,
মদনবিলাসে রতিপুলকিতা
রভসে যাপিছে কাল।
সোহাগ-উজলা সে পুর-বনিতা
নয়নে ছোঁয়াবে প্রীতি,
গভীর আবেশে দুলিয়া উঠিবে
তোমার মানস-বীথি।

পুর-বনিতা

একচল্লিশ

ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়ে সখা
বৃষ্ণিগণের নিবাসভূমি
যত্নে ধীরে প্রবেশ ক'রো
অন্তঃপুরের মধ্যে তুমি।
হর্ম্ম্যশিরে দেখ্‌বে সেথা
গগন-ছোঁয়া নিশানগুলি,
গর্ব্বভরে বিরাজ করে,
বিজয়ধ্বজা উচ্চে তুলি।





—তেইশ—

দেখবে তুমি প্রান্তে তারি
চপলা সব কিরাত-নারী—
তমাল হেরি আচম্বিতে
তপ্ত-তনু-মন ;





বিয়াল্লিশ

সেই প্রাসাদের শীর্ষদেশে
স্ফটিক রচা মরাল শত,
মাণিক্য-রাগ ওষ্ঠে মাখি
বিভব শোভা বাড়ায় কত।
দেখ্‌বে সেথা চিত্তভ্রমে
সলিলচারী হংসগণ—
সুহৃদ্‌ ভাবি পুত্তলিকায়
জানায় প্রীতি সম্ভাষণ।



ক্রমিকা—

আপন আপন স্মরণ লাগি
ব্রজের বধূগণ
সখার হাতে যে শুকমিথুন
ক'র্‌লো সমর্পণ,
শুন্‌বে তারা বৃষ্ণিপুরে,
আজো নানা ছন্দে সুরে
গাইছে পথে পথে;
ব্রজাঙ্গনার চিত্তবেদন
ঝ'র্‌ছে কণ্ঠ হ'তে।



শুনবে সেথা—

পাশরি' সকল বাধা,
প্রিয়সখী পাশে
আকুল পিয়াসে
ক'য়েছিল কবে রাধা—

তেতাল্লিশ

'গোপবালা কুল   বিরহে আকুল
বিফলে খুঁজেছে যাঁরে,
যমুনা-পুলিন   কুঞ্জে বিলীন
আমি যে হেরেছি তাঁরে ;
নয়নে নয়ন   মিলেছে যখন,
বিলোল চকিত হাসি
মিলন-পিয়াসী   এ-চিত চাতকে
করিয়াছে অভিলাষী।
জলদ-মেদুর   সেরূপ মধুর
আর কি জীবন পথে,
সজল ছায়ার   নিবিড় মায়ায়
লভিব হৃদয় রথে ?'

কমল-আননী কমলা সখীর
ধরিয়া কোমল করে,
সাদর সোহাগে প্রিয় সহচরী
কহিল ব্যথিত স্বরে—



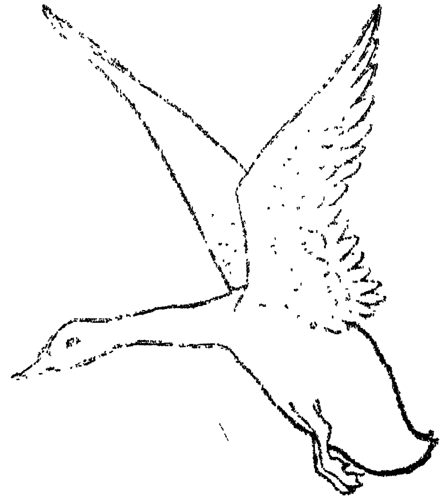
চুয়াল্লিশ

'নয়নের জল মুছে ফেল সখি,
বিষাদ রেখোনা মনে ;
আপন সত্য রাখিতে সে-কালা
ফিরিবে বৃন্দাবনে।
নবীন পুচ্ছে মোহন চূড়াটি
যতনে রচিয়া মাথে,
বাঞ্ছিত-চির দয়িত সে-তব
মিলিবে তোমার সাথে ॥'



পঁয়তাল্লিশ

প্রাসাদ-শিখরে গগনচুম্বী অগুরু-ধূমের লতা
জলদ-বিলাসী ময়ূরের বুকে জাগাতেছে ব্যাকুলতা ;
শ্যামল মেঘের দরশনে যেন পুলকিত তনুমন,
পেখম ছড়ায়ে করে তাই স্তুতি বন্দনা অনুখন।
সে রূপ নেহারি জাগে যদি চিতে বাঞ্ছিত প্রীতিকণা,
সলিল-বিহারী, জয়ী হবে তব জলসহচরপণা।



ছে'চল্লিশ

তারপরেতে ধীরে ধীরে
প্রবেশ ক'রো কক্ষমাঝে,
বাতায়নে আন্দোলিত
মুক্তাবলী যেথায় রাজে ;
হেমাঙ্কিত বর্ণমালায়
ব্রজলীলার কীর্ত্তিগান
ভিত্তিবুকে দেখ্‌বে সেথা
উজল চির দীপ্যমান।





হেরিবে অঙ্গে যমুনাধারার
উছলিত রূপশোভা,
মণি-কুণ্ডল কপোলপ্রান্তে
উলসিত মনোলোভা ;
কনকলক্ষ্মী-পরিমল-জিনি
শোভে পীতবাসখানি,
ত্রিলোক-কান্তি-নিছানি-রচিত
শয়নে চক্রপাণি ।

সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ

শুভ্র কোমল বিরাম শয়নে
আধো-নিমীলিত আঁখি,
চন্দ্র সমান উজল শিথানে
কফোণি-যুগল রাখি,
সৌম্যমূরতি শ্যামসুন্দর
তনু অতি-সুকুমার—
বঙ্কিম ছাঁদে এলায়ে দিয়েছে;
অপরূপ শোভা তার
অমৃতময় মোহন পরশে
অনিমিখ আঁখি তব,
ভরিবে নিত্য প্রমোদ-সুখের
সুধারসে অভিনব ।





পঞ্চাশ

সে যদুপতির অদূরে বসিয়া
ললিত মধুর স্বরে,
যদুকুল পিতা বিকদ্রুবর
পুরাণ আবৃত্তি করে।
মণিময় থামে হেলাইয়া তনু
কুরুকথা রচয়িতা,
দাঁড়ায়ে সুমুখে বিভীষণ সেই
নিঠুর পাষাণ মিতা।

ঊনপঞ্চাশ

অলিন্দে হেরিবে সখা,
রত্নযষ্টি মরকতময়;
নিদ্রালু কলাপী যেথা
ক্লান্তি ভরে অঙ্গ ঢেলে রয়!
অকুণ্ঠ হৃদয়ে তুমি
শ্রান্তি দূর ক'রো তারি 'পরে;
সযত্নে প্রতীক্ষা ক'রো
শ্রীকান্তের অবসর তরে।







একান্ন

যদুকুলের রত্ন-উজল যুগল সখা তাঁর
পার্শ্বে বসি' করেন ধীরে চামর সঞ্চালন ;
বৃহস্পতির শিষ্য উধব কনক গৃহতলে—
অঙ্কে ধরি পদ-কমল করেন সংবাহন।



বাহান্ন

বিহগপতি বিষ্ণুবাহন আদেশ অপেক্ষায়,
কৃতাঞ্জলি সজাগ মনে প্রভুর পানে চায়।
ক্ষিপ্র বেগে বিপুল বলে চ'ল্‌বে যবে ধেয়ে,
ধূসর পাখা ছড়িয়ে সারা আকাশখানি ছেয়ে,
তর্ক ভুলি' অবাক্ হ'য়ে ঋষি-বালক সবে
নির্নিমেষে হৃষ্টচিতে ঊর্দ্ধে চেয়ে রবে।







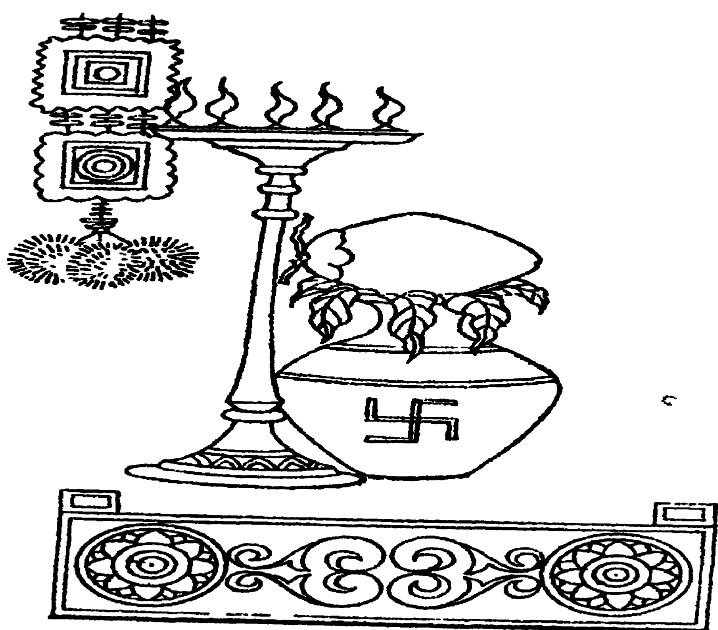
তিপান্ন

চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা যাঁহার
রূপের কথা কইতে নারে,
অবলা এই গোপাঙ্গনা
সে গান কিগো গাইতে পারে !
তবুও সখা নারী-সুলভ
তরল মনের প্রগল্‌ভতায়,
অকুণ্ঠা এই ব্রজাঙ্গনা
সেই অসীমের বন্দনা গায়।

চুয়ান্ন

ব্যাকুলচিত স্বয়ম্ভুবের শীর্ষচূড়া চরণ যাঁহার,
স্পর্শ করে প্রণামকালে নিত্য সখা সহস্রবার ;
দেবর্ষি যে রাতুল পদের দীপ্ত শোভা ক্ষণেক হেরি,
হর্ষরসে বিবশ হিয়া, তৃপ্তি লভেন অনন্তেরি।
সাধক যারা মুক্তিকামী নির্ব্বাণেতে বিরাম যাচে,
কেমন ক'রে জান্‌বে তারা সেই চরণে কি রূপ আছে !





হংসদূত

৬

—একশো-এক—

অঙ্গ-গন্ধ পেয়ে—

না জানি কেমনে ধারত আমায়

বিজন সে পথে ধেয়ে !





পঞ্চান্ন

রূপ পিয়াসী সূর্য্য-বধূ
সে-চরণের রূপ কামনায়,
গভীর জলে বর্ষধরি'
জীবন যাপে তপ্-সাধনায়।
নীচের হেন স্পর্দ্ধা হেরি
কঠোর-তপা হিমঋষিবর
মরণবিধি দণ্ড দিতে
ছড়ায় ঘন তুহিন-নিকর।

ছাপান্ন

মরকতময় কদলী জিনিয়া
শোভয়ে উজল জানু,
দ্যুতি-বিলসিত উল্লাস-ভরা
যেন সে প্রভাত ভানু।
রতি-গরবিনী গোপিনীকুলের
উদ্দাম চিত-চয়,
মত্ত দ্বিরদ সম নিশিদিন
সে উরুতে বাঁধা রয়।







সাতান্ন

নাভি সরোবরে তাঁর—
আভীরিগণের নয়ন শফরী
ঘুরে মরে বার বার।
অসীম পয়োধি জলে—
সৃষ্টি যেদিন জাগিয়া উঠিল
সৃজনের কুতূহলে,
সেই নাভি হ'তে ধীরে—
শ্বেত-শতদল হ'ল বিকশিত
বিশ্ব-পিতারে ঘিরে।

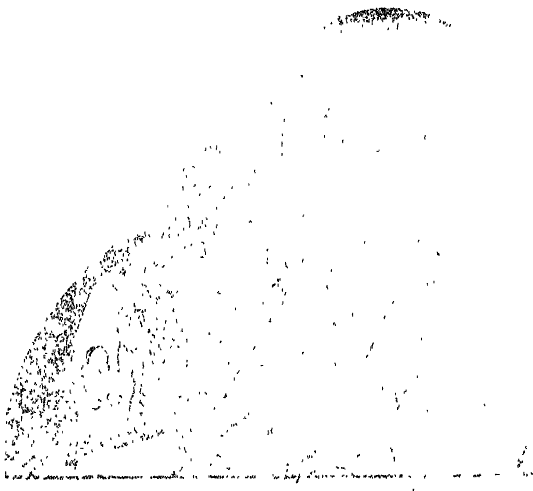
আটান্ন

সে নীবি-বন্ধে ত্রিবলি বাঁধন
শোভে অতি মনোরম ;
নয়ন জুড়ায়ে জননী যশোদা
হেরেছিল নিরুপম।
ত্রিলোক ভুবন নিরখি' যাহার
গোপন হৃদয় তলে,
চকিত চমকে স্নেহময়ী দেবী
ভাসিল চোখের জলে।





সে বিশাল বুকে দোলে বনমালা
উজ্জ্বল সুললিত,
দরশনে যার কৃশতনু বালা
রতি-রসে বিগলিত ;
অনুরাগ ভরে প্রেম-অবনতা
সে হৃদি পদ্ম 'পরে
মনসিজ জ্বালা জুড়াতে সতত
আবেশে ঢলিয়া পড়ে।
শত তপনের কিরণ-বিজয়ী
কৌস্তুভমণি হায়,
দীপ্ত সে হৃদে খদ্যোৎসম
নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়।





ঘাট

ইন্দ্রনীল কান্তিময়
সুকুমার সে বাহু-যুগল
গাঢ়বদ্ধ আলিঙ্গনে
গোপীগণে ক'রেছে পাগল।
সুডৌল সে বাহুমূলে
কেশি-দৈত্য দশনের রেখা,
রত্ন-ভুষণের মাঝে
আজো সখা স্পষ্ট যাবে দেখা।



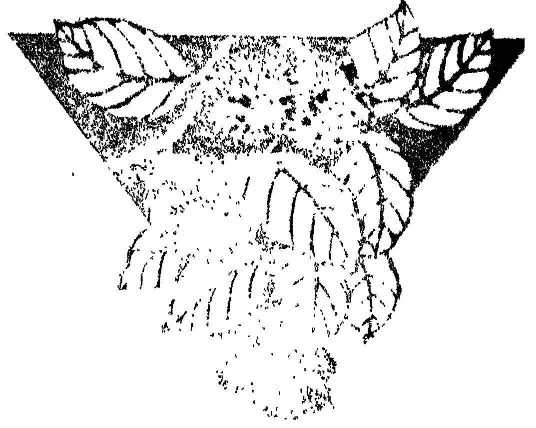


নিছানি নবীন লাবণি লহরী
সে মুখ কমল শোভে ;
মদন পিয়াসী গোপবালাকুল
ধায় যেথা মধু লোভে।
আকুল প্রেমের আবেশে মধুর
ললিত ভ্রূলতা দুটি
কপোল-প্রান্তে চপল লীলায়
নৃত্যে পড়িছে লুটি।
উজল মুক্তা জিনিয়া শোভায়
বিমল দন্ত মালা—
ঈষৎ হাস্যে অবলা হৃদয়ে
বাড়ায় মদন জ্বালা।

বাষট্টি

হে মধু কণ্ঠ সখা!
বিফল এ সব রূপ পরিচয়,
নাহি কোন প্রয়োজন
নয়নে হেরিয়া যারে,
উথলি উঠিবে হৃদি পরিমল,
সেই সে রসিক জন

দেখ যদি তাঁরে পুরবালা সাথে
বিলাস বিভোর প্রাণে,
গ্রাম্য এ সব গোপিনী বারতা
তুলোনা তাঁহার কাণে।
সুধা রসে যার মিটিছে পিয়াসা
অমিয় মধুর স্বাদে,
রসলেশহীন তক্রের তরে
তার কি পরাণ কাঁদে ?





চৌষট্টি

যদি কোনদিন গিরি-মল্লিকা
সুরভি পরশ লাগি,
বন-কোকিলের মধু ঝঙ্কারে
স্মৃতিপথে উঠে জাগি
অতি পুরাতন বৃন্দাবনের
বিজন এ-তট ভুমি,
সেই অবসরে মোদের বারতা
নিবেদন ক'রো তুমি।

পঁয়ষট্টি



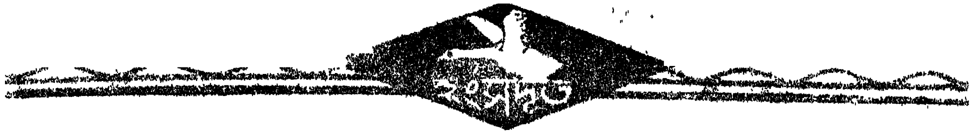
সে ধীরললিত রসিক নাগরে
বʼলো তুমি সখা ধীরে,
'ব্রজবাস কালে প্রণয় আবেশে
সুজলা যমুনা তীরে—
অতিপ্রিয় জ্ঞানে শত সম্মানে
যাহারে সেধেছ কত,
বান্ধবী তার করে নিবেদন
চরণে হইয়া নত।'

ছেষট্টি



নব কমলিনী পল্লব দানে
শৈশব হʼতে ধীরে—
অতি সযতনে পালন কʼরেছ
কপিলা যে গাভীটিরে,
স্তনভারে আজি প্রষ্ঠৌহী সেই
আনত-জঘনা প্রিয়,
বারেক আসিয়া দেখে যেও তার
রূপশোভা রমণীয়।







সাতষট্টি

নীপতরু পাশে
নব-পত্রিনী সেই-সে মাধবীলতা,
তুমি যারে সখা
ক'রেছ যত্নে রসালঅঙ্কগতা ;
এখন সে শুধু
কাঁদিছে দুঃখে মধুবরষণ ছলে,
তাহারে হেরিয়া
গোপবালাকুল ভাসিছে নয়ন জলে।



আটষট্টি

দেবকীপ্রসূত পুরুষপ্রধান
পরমানন্দ দানে,
গোকুলে জাগালে মঙ্গলগান
যতেক গোপাল প্রাণে ;
গান্ধিনী-সূত অক্রূর সেই
উজল বিভব রাশি
মুছে দিয়ে গেল নিঃশেষে সখা,
ক্ষণেকের তরে আসি।



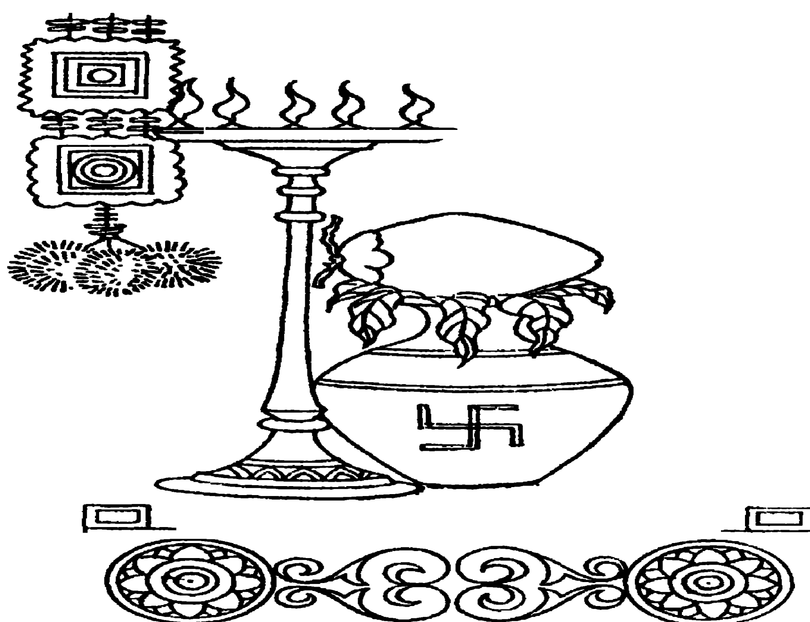
ভানসপ্তর

ব'লো তাঁরে সখা তুমি,
সে কালা বিহনে
এ-বন বিজনে
কাঁদিতেছে ব্রজভূমি।
নানা ভীতি বশে তাই,
অশুভ ভাবিয়া
অবলা এ-হিয়া
দরশন যাচে হায়!





কুঞ্জ আঙন সব—
উৎসব বিনে
ভ'রিয়াছে তৃণে,
থেমে গেছে কলরব
ব্রজবাস পরিসরে—
প্রান্ত সুদূর
বেদনা বিধুর,
হিয়া দুরু দুরু করে



—একাত্তর—

এখন তোমার চরণ-কমল সেবিছে নৃপতি-বালা,
বনবিহারিণী গোপিনীসঙ্গ ভুলিয়াছ তাই কালা !





সত্তর



আজি গোষ্ঠের গুল্মলতায়
ভরিয়াছে বিষজ্বালা,
বন-পুষ্পের মধু সৌরভে
মূরছয়ে গোপবালা।
কৃষ্ণ-বিরহে হলাহল রাশি
উছলিছে বনে বনে ;
বল নিষ্ঠুর, কেন ফিরিবেনা
আর এ-বৃন্দাবনে ?



একাত্তর

এখন তোমার চরণ-কমল সেবিছে নৃপতিবালা,
বনবিহারিণী গোপিনীসঙ্গ ভুলিয়াছ তাই কালা !
স্মরণে তোমার জাগেনা আজিকে সেদিনের অভিসার,
মিলন-আকুল পিয়াসে যেদিন গহন অন্ধকার
প্রাঙ্গণ-তলে পল্লব-ঘন নিথর বিটপী পাশে—
উৎসুক নিশি যাপিয়াছ প্রিয় ক্ষণ-সঙ্গম আশে।



বাহাত্তর

ত্যজিয়াছ আজ গোপবালা সবে,
সে তো দোষ নহে তব।
কালিয়া বরণ রূপের এ রীতি
সহজাত অভিনব।
কাকের কুলায়ে কুটিল কোয়েলা
সযতনে বাঁধে বাসা ;
বারণ মানেনা প্রণয় বাঁধনে,
শিখিলে আপন ভাষা।

তিয়াত্তর

জীবনে তোমার হ'য়ে গেছে সখা
যে নাটক অভিনয়,
বিপ্রলম্ভ রাসলীলা কেলি
সুগভীর রসময় ;
চিরপরিচিত সে-বারতা প্রিয়
জানে যে সর্ব্বজন।
মুছে গেছে কিগো স্মৃতি হ'তে তব
সে মধু বৃন্দাবন ?
অতি প্রিয়ভাষে প্রণয় সোহাগে
নিবিড় আলিঙ্গনে—
বেঁধেছিলে যারে, সে-দীনা রাধারে
আর কি পড়েনা মনে ?





আজিকে তোমার দরশন বিনা
কি দশা ঘটেছে হায়,
জানাতে তোমারে ওগো অকরুণ
ভাষা যে আমার নাই।
নিঠুর দরদী, প্রেম অভিনয়ে
ক'রেছিল যারে সার,
অতি সামান্যা নায়িকা পদবী
হইল কি সখা তার?



তোমার কুঞ্জ গৃহখানি সখা—
প্রেম সেচনের দ্রোণী,
রতি-স্নানে যেথা গোপবালাদের
কাঁপিত জঘন শ্রোণী।
এখন সেথায় শ্যাম-বিরহের
দারুণ অশনি পাতে,
ক্রন্দন-ভারে ব্রজবালাকুল
লুটাইছে আঙিনাতে।





ছেয়াত্তর

উদ্বেলিত অশ্রুরাশির
উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে হায়,
পরাজয়ের বিপুল গ্লানি
গুম্‌রে ওঠে নীল যমুনায়।
সহোদরায় কাতর দেখি
কৃতান্ত সে কঠোর-প্রাণ
বিরহিণীর আহ্বানে আজ
গর্ব্বভরে দেয়না কাণ।

পঁচাত্তর

যদি সখা তব স্মৃতিপট হ'তে
বৃন্দাবনের কথা,
মুছে গিয়ে থাকে চিরদিন তরে,
হৃদয়ে না জাগে ব্যথা ;
মরণ বিনা যে গতি নাই আর
দুখিনী রাধার প্রিয়,
যাপিবে কেমনে কুসুম গন্ধে
দিবস অসহনীয়।







সাতাত্তর

অরূপ তোমার রূপের মাধুরী
বারেক হেরিয়া রাই
ঝাঁপায়ে পড়িল পতঙ্গী প্রায়
অনলে যাচিয়া ঠাঁই।
আহুতি দিয়াছে আপনারে সেই
অভাগী সরলা বালা;
কে জানিত সখা জীবন ভরিয়া
দহিবে গরল জ্বালা!

আটাত্তর



অকুশলা সেই অবলা রূপসী
বোঝেনা আপন হিত,
হতাশা-ব্যাকুল বিরহেতে তাই
জ্বলিতেছে সমুচিত।
যাহার লাগিয়া বিধুর অনলে
পুড়িতেছে প্রাণমন,
তাহারি চিন্তা হৃদয়ে বহিয়া
কাঁদিছে সে অনুখন।





কমলমুখী কনক-প্রভার
সহসা সেই মূর্চ্ছা হেরি,
আত্মজনের সজাগ মনে
ঘনায় ছায়া আতঙ্কেরি।
কেও বা ভাবে 'দুষ্টগ্রহের
দৃষ্টি লাগি অকস্মাৎ
লুপ্ত হ'ল চেতনা তার,
কিম্বা হ'ল সর্পাঘাত!'

উন-আশি

নিথর রাতে উতল হাওয়ায়
যে সুর ওঠে বাঁশের বনে
আচম্বিতে দেয় দোলা তার
বক্ষে স্মৃতির আলোড়নে।
কাঁপন লাগে কোন অতীতের
মর্ম্মতলে গভীর ব্যথায়,
আপনহারা সঙ্গিনী মোর
সংজ্ঞাহীনা ধূলায় লুটায়।





আশি

দীর্ঘ বরষ মাস ব'য়ে যায় দরশ না পেয়ে তব,
অশুভ চিন্তা অন্তরে তাই জেগে ওঠে নব নব
বিশ্বজনের নয়ন-বিলাসী নিঠুর মথুরাপতি,
দূতমুখে তব কুশল বারতা দিওগো শীঘ্রগতি।



একাশি

চঞ্চল মনে যাপে নিশিদিন
অচলা প্রেয়সী রাই,
বিরহ-ব্যাকুল-চিতে কভু সখী
সন্ন্যাসী পাশে ধায়।
তোমারি দরশ' কামনায় প্রভু
পার্ব্বতী-কৃপা যাচে ;
ছুটে যায় কভু বিরহ-বিধুরা,
ওষধিবিদের কাছে।



রাশ

ঘন-কর্পূর-উজ্জ্বল-তনু

শঙ্কর উমাপতি

র-কন্দরে তব প্রেমরসে

নৃত্য-বিভোর অতি ;

অনঙ্গ-রিপু সেই মহাদেবে

জপিছে সতত রাধা,

তোমারে লভিতে ওগো প্রিয়তম

নাহি রহে যেন বাধা।

কুব্জা সমান এ জগতে আর

সুকৃতি বলো কার ?

হৃদয়ে তোমার লভিয়াছে তাই

অবারিত অধিকার।

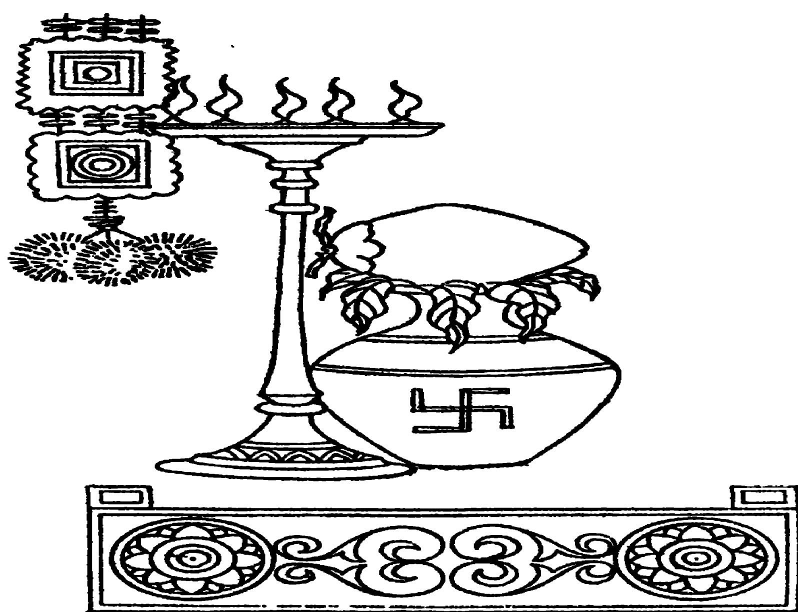
প্রিয় সখী মোর বহিয়া আনিল

না-জানি কি অভিশাপ,

দুর্লভ হ'ল জীবনে তাহার

ক্ষণিকের রসালাপ!





হংসদূত

৮

—তিরাশি—

ঘন-কর্পূর-উজ্জ্বল তনু
শঙ্কর উমাপতি—
গিরি-কন্দরে তব প্রেমরসে
নৃত্য-বিভোর অতি,







পঁচাশি

"অনুক্ষণ মাধব মাধব সোঙারিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই।
রাধা সঞে যব গুণতহি মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা।"

বিদ্যাপতি

চুরাশি

তমাল-অঙ্কুর বিদলিত রসে
মোহন-মূরতি শ্যাম
আঁকিয়াছে সখা আপনার মনে
বিলোল-উজল ঠাম;
সযতনে সেই মূরতিরে ঘিরি,
বাহু-বল্লরি দুটি
গভীর আবেশে জড়াইয়া রাধা
পড়িছে ভূতলে লুটি।

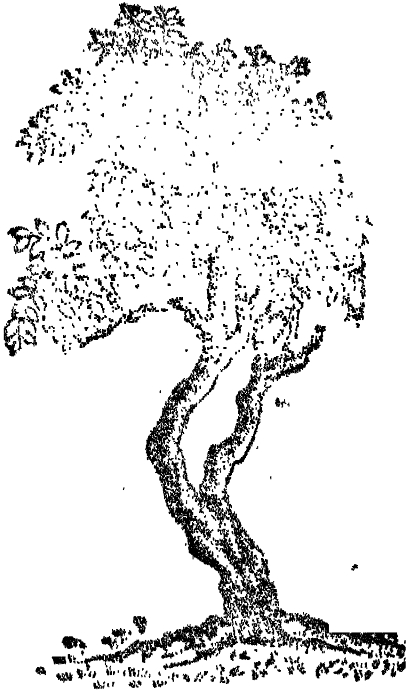




ছেয়াশি

শত সন্তাপ বিরহ-আগুনে
ক্ষেপন ক'রেছ হায়,
তবুও সে-রাধা অনুদিন তব
লীলা সাধিবারে চায়।
কুলিশ-কঠোর হেরিয়া তোমায়
কুসুম-কোমলা প্রিয়া,
পাষাণ ক'রেছে তনুমন ওগো
মরণ-প্রলেপ দিয়া।





সাতাশি

সমাধি নিরত যোগিগণ প্রভু
পায় তব দরশন,
শুনি সে বারতা বিরহিণী রাই
রচে কভু যোগাসন।
নয়ন গোচর হয় যদি শ্যাম
সাধিলে কঠোর ব্রত,
প্রণয়-ব্যাকুলা সযতনে তাই
সাধিতেছে অবিরত।





যমুনার জলে বিকশিত নীল নলিনী-পলাশ সম,
অঙ্গে অঙ্গে জড়ায়ে তোমার কান্তি যে নিরুপম ;
বৃন্দাবনের সুরত-তরুণ নন্দ-দুলাল কালা,
তোমারি স্মৃতির বেদনা বহিয়া কাঁদিতেছে গোপবালা।

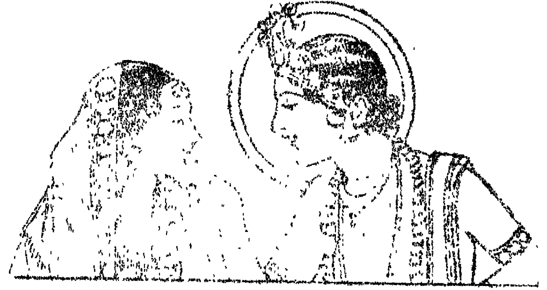


ঊননব্বই

নিয়ত তোমার বিরহ তাপিত
সুকুমার মৃগ-প্রাণ,
কেমনে দয়িত সহিবে বলনা
শাণিত মদন বাণ ?
হয়তো চকিতে সে-ক্ষীণ তনুর
স্পন্দন যাবে থামি,
চিরদিন তরে সেই রাধা নাম
মুছে যাবে ওগো স্বামি !



মদন-বিজয়ী উমাপতি যেই
অনল-নয়ন পাতে—
নিমেষে ভস্ম ক'রেছিল সখা,
চঞ্চল রতিনাথে,
চন্দ্রশেখর রজত-শুভ্র
পয়ঃ ফেনরাশি সম,
উজ্জল সে-রূপে সঁপিয়া চিত্ত
প্রিয় বান্ধবী মম
মদনে করিল চিরতরে জয় ;
তোমারে পারিল কই ?
নিঠুর কুতুকী, লীলানলে তব
পুড়িয়া মরিল সই ।





একানব্বই

গোপিনীগণের গোপন বারতা
তুমি জানো যদুপতি,
তবু কেন প্রিয় রচিয়াছ এই
দুর্গম মায়া অতি ?
সখা-উদ্ধবে পাঠাইলে ব্রজে
শুনাতে যে নীতিকথা,
প্রেমের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়া
বাড়াইল মনোব্যথা ।







বিরানব্বই

বৃহস্পতির শিষ্য উধব
মন্ত্রী এখন যদুত্তমের,
কঠোর-মনা যমুনা-সই
সেও যে সখা ভগ্নী যমের।
সে রাজপুরে আর কে বলো
পরিজ্জাত মোদের আছে,
যাহার মুখে দশম দশার
বার্ত্তা পাঠাই তোমার কাছে ?



তিরানব্বই

তোমার লাগিয়া বিরহিণী প্রিয়া
শঙ্কা-জড়িত মনে,
ব'য়ে স্মৃতি-রেখা ফিরিয়াছে একা
গহন গভীর বনে।
কনক-উজল সে-তনু কোমল
আজি কঙ্কাল সার ;
লীলা রস-তানে কানন-বিতানে
তোলে না-কো ঝঙ্কার।
স্মিত আঁখিপাতে রতি-মদিরাতে
ঝলিত যে মৃদু হাসি,
আজি হতাশায় ভরিয়াছে তায়
মলিন কালিমা রাশি।
ওগো নটরাজ, বলো কিবা কাজ
অতুল বিভব সুখে ?
পরশে তোমার প্রাণ সঞ্চার
হবে যে রাধার বুকে।





পঁচানব্বই

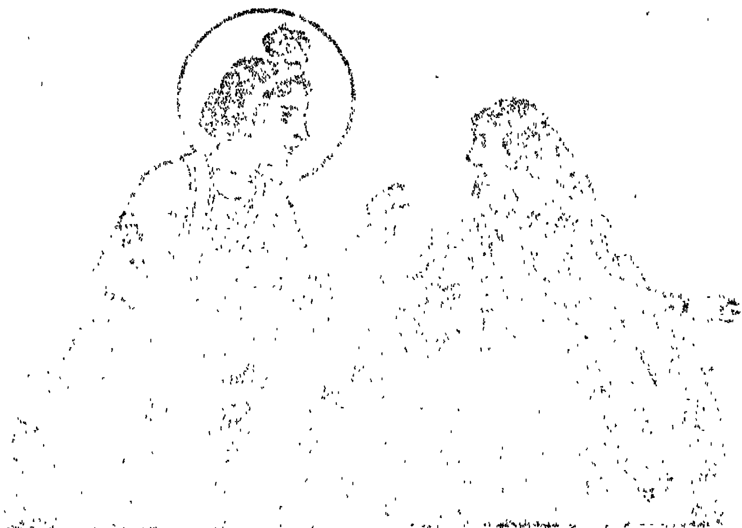
প্রতিকার তার বিফল জানিয়া
ক্ষান্ত হ'য়েছে সবে,
বিদলিত-তনু মদন-প্রকোপে
বল গো কেমনে রবে ?
শুধু তব সখী 'আশা' সহচরী
শীর্ণ সে সরোবরে—
কুবলয়সম জেগে আছে সখা
প্রখর রবির করে।

চুরানব্বই

এতদিন শুধু রাখিয়াছে প্রাণ
তব দরশন আশে,
হয়তো নিঠুর আসিবে ফিরিয়া
আবার এ-ব্রজবাসে !
আজি শুকায়েছে সে-আশা মুকুল
আমের মুকুল হেরি ;
অতীত হ'য়েছে সে দিবস সখা,
আর যে সহেনা দেরি।







ছিয়ানব্বই



হে রাসরসিক, বুঝিনা তোমার
গহন প্রেমের রীতি,
না-জানি কেমনে সিঞ্চিয়া নব
অনুরাগ নিতি নিতি
কমলা-হৃদয় ক'রেছিলে জয়,
ওগো শঠ-চূড়ামণি !
আজ কি নিমেষে হইল উজাড়
অতুল সে-প্রেম খনি ?
সোনার প্রতিমা হ'য়েছে মলিন
বিলীন বিবশ প্রায়,
মনে হয় যেন সে-ক্ষীণ তনুতে
জীবন-প্রবাহ নাই ।







শুন সে বারতা নিঠুর দরদী
নিবেদি' তোমার কাছে ;
বলো প্রিয়তম, এ হেন পাষাণ
আর কে জগতে আছে ?

সাতানব্বই

মুদিয়া নয়ন পাগলিনী রাই
নিশিদিন অবিরত,
আপনার মনে মানস-অতীত
বিলাপ কহে যে কত ;
ভুবনে তাহার অর্থ খুঁজিয়া
পাবেনা কেহই প্রিয় !
প্রলাপ সে নয়, তবু-যে ভাষায়
নহে তা বর্ণনীয় ।
কদাচিৎ সখী কল্যাণময়ী
ভ্রান্তি বিলাপ বশে,
জানায় যে ব্যথা তিতিয়া হৃদয়
উদাস করুণ রসে,





আটানব্বই

এই ব্রজভূমে সে মধু-মাধব
প্রেমধারা বরিষণে,
ভেঙেছিল মোর ধর্ম্মের কারা
প্রবল আকর্ষণে।
নারী জীবনের যা কিছু অজেয়
সব ডালি দিনু পায় ;
আজ নিবে' গেল সে-প্রেম-প্রদীপ
নিদারুণ হতাশায়।
ক্ষণকাল তরে এ প্রাণ রাখিতে
সরম লাগে যে মনে,
কমলিনী রাই কাঙালিনী সখি,
আজি এ বৃন্দাবনে।

নিরানব্বই

ছায়া-সুনিবিড় কুঞ্জবীথিকা কদম-তমাল বন,
সেদিনের মত আর তো করেনা আমোদ-বিভোর মন !
গোপন বিহার সঙ্কেত ব'য়ে বাজেনা সেথায় বাঁশী,
ঘন-পল্লবে স্মৃতির বেদনা দোলে যেন রাশি রাশি।

বলে·

একশো

কেমনে জানাবো বলনা আমায়
প্রিয় বান্ধবী মোর !
যদি ব'লি তারে—'ভালবাসি তোমা
হে মোর চিত্ত-চোর,'
অতি-লঘু জ্ঞানে নিঠুর সে-কালা
করিবে আমায় হেলা।
ডাকিলে তাহারে বারেকের তরে
জীবন-সন্ধ্যা-বেলা,
লুপ্ত হবে-যে প্রেম-গৌরব
চিরদিন তরে তায় ;
নিবেদনে মোর রতি-ব্যাকুলতা
যদিগো প্রকাশ পায় !





এক-শো-এক

স্মৃতিপট হ'তে তার—
মুছে গেছে সখি সেদিনের কথা,
সে গোপন অভিসার।

কুঞ্জ-কুটীর-দ্বারে—
শত অভিমানে নিরাশ ক'রেছি
মিলন-পিয়াসী তারে।

গিরি-কন্দরে একা—
লুকায়ে রয়েছি কৌতুক ভরে,
শ্যামেরে না দিয়া দেখা ;

অঙ্গ গন্ধ পেয়ে—
না-জানি কেমনে ধরিত আমায়
বিজন সে-পথে ধেয়ে।

সখীগণ মাঝে মোরে—
বিপুল আবেগে জড়াইত বুকে
প্রণয়-আবেশ ঘোরে





একশো-দুই

কবে সে কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে
অস্ফুট বেণু-গানে,
প্রখর পিয়াসা জাগাবে আবার
তৃষিত গোপিনী প্রাণে ?
চপল ভ্রূলতা দরশনে যার
ভুলে যাই আপনারে,
সে নট নিঠুরে আর কি কখনো
হেরিব কুঞ্জ দ্বারে ?

একশো-তিন

কবে শারদ জোছনা রাতে,
অলি গুঞ্জিত কদমের বনে—
প্রণয়-কলহে শত আলাপনে
ভরিবে চিত্ত চঞ্চল মদিরাতে ?
সখি, আকুল দুবাহু পাশে—
নিবিড় বাঁধনে জড়াইয়া বুকে,
রতি-রঞ্জিত পরশন সুখে,
বিরহ ক্লান্তি মুছাইবে মধু-ভাষে ?

(রাধা বিলাপ)



হংসের প্রতি ললিতা—

একশো-চার

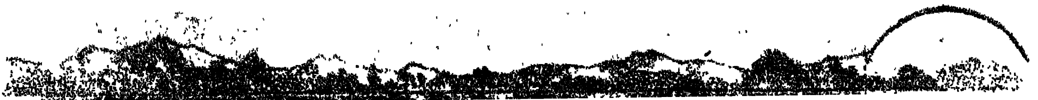
গোকুল-বারতা বহিয়া যতনে
অঙ্গ-ভূষণ সম,
সে-পাদপদ্মে ক'রো নিবেদন
বন্ধু-হে প্রিয়তম।
পরিজনে তাঁর জানাইও প্রীতি
বিনয় বচনে অতি,
কৃষ্ণ-প্রেমের পরিবেশ পেয়ে
তারা যে ভাগ্যবতী।

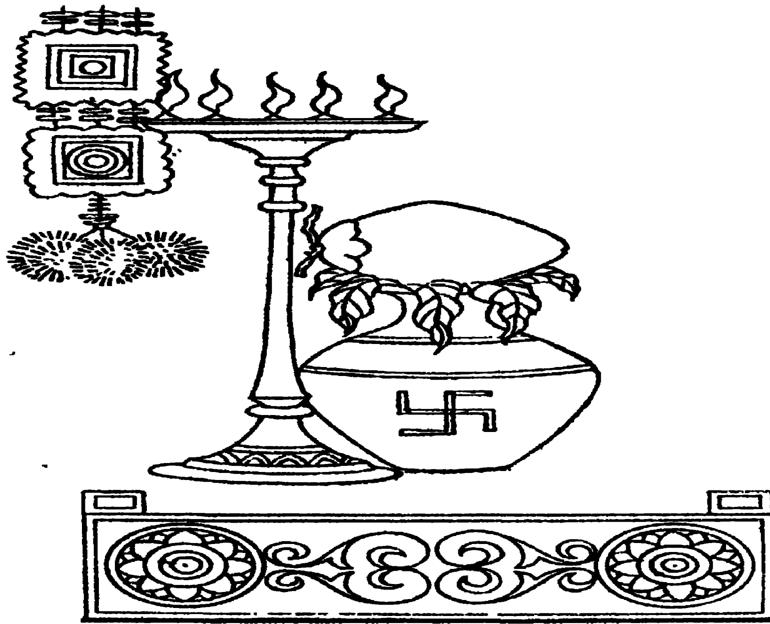


সিক্ত 'পলাশ—	সিক্ত পদ্মপলাশ।
	অক্ষমা ; অসহিষ্ণুতা ; রাগ বা দুঃখজনিত অধৈর্য্য।
বীক্ষ্যলোক—	দৃশ্যলোক ; দৃষ্টিপথ।
	জামের মত ঘন নীলবর্ণ।
মিহির-মেয়ে-	সূর্য্যকন্যা যমুনা। যম ও যমুনা—যমজ ভাইবোন।
বৃষ্ণিপুর—	মথুরা ; মধুবন ; শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী।
	মালতী লতা।
রহঃক্রীড়া—	বিজন লীলা ; গোপন রসবিলাস বা নিগূঢ় রহস্য উপভোগ।
চিত্ত-রস—	প্রেম ; কাম।
অরিষ্টেরি অস্থিশির—	অরিষ্ট নামক বিশালকায় দৈত্যের মাথার খুলি।
ভাণ্ডীর—	ভাণ্ডীর বন। বটগাছ।
হংসরথী—	ব্রহ্মা।
পুষ্পধনু—	মদন ; কামদেব।
বৃষ্ণিগণ—	যদুবংশীয়গণ।
রভস—	হর্ষ ; আনন্দ ; আমোদ।
কফোণি—	কনুই ; বাহুর মধ্যগ্রন্থি।
প্রষ্ঠৌহী—	প্রথম গর্ভিণী ; যে বালা নূতন গর্ভবতী হইয়াছে।
জঘন—	উদরের নিম্নে দুই উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থান।
ইন্দ্রনীল—	নীলকান্তমণি ; রত্ন বিশেষ।
কেশি-দৈত্য দশনের রেখা-	কেশি-দৈত্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। যুদ্ধকালে কৃষ্ণের বাহুমূলে দৈত্য দংশন করিয়াছিল ; সেই দাগ স্পষ্ট দেখা যাইত।
দ্রোণী—	ডোঙ্গা ; দুনি ; জল সেচনের যন্ত্র বিশেষ।
শ্রোণী—	নিতম্ব।
বিষ্ণুবাহন-	গরুড়।

'সেই নাভি হ'তে ধীরে, শ্বেত শতদল হ'ল বিকশিত বিশ্বপিতারে ঘিরে'—

প্রলয়ের পর নারায়ণ যখন অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভি হইতে একটী শ্বেত শতদল বিকশিত হয়, এবং এই শতদল মধ্যে ব্রহ্মা জন্মলাভ করেন।

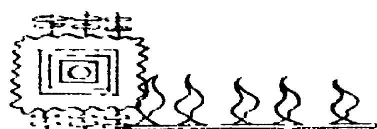
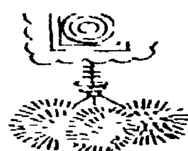
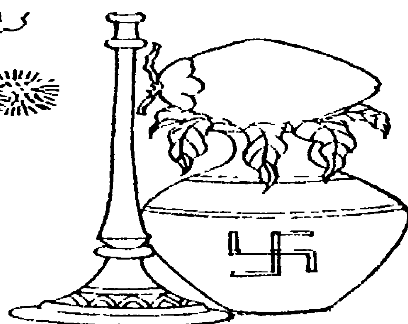




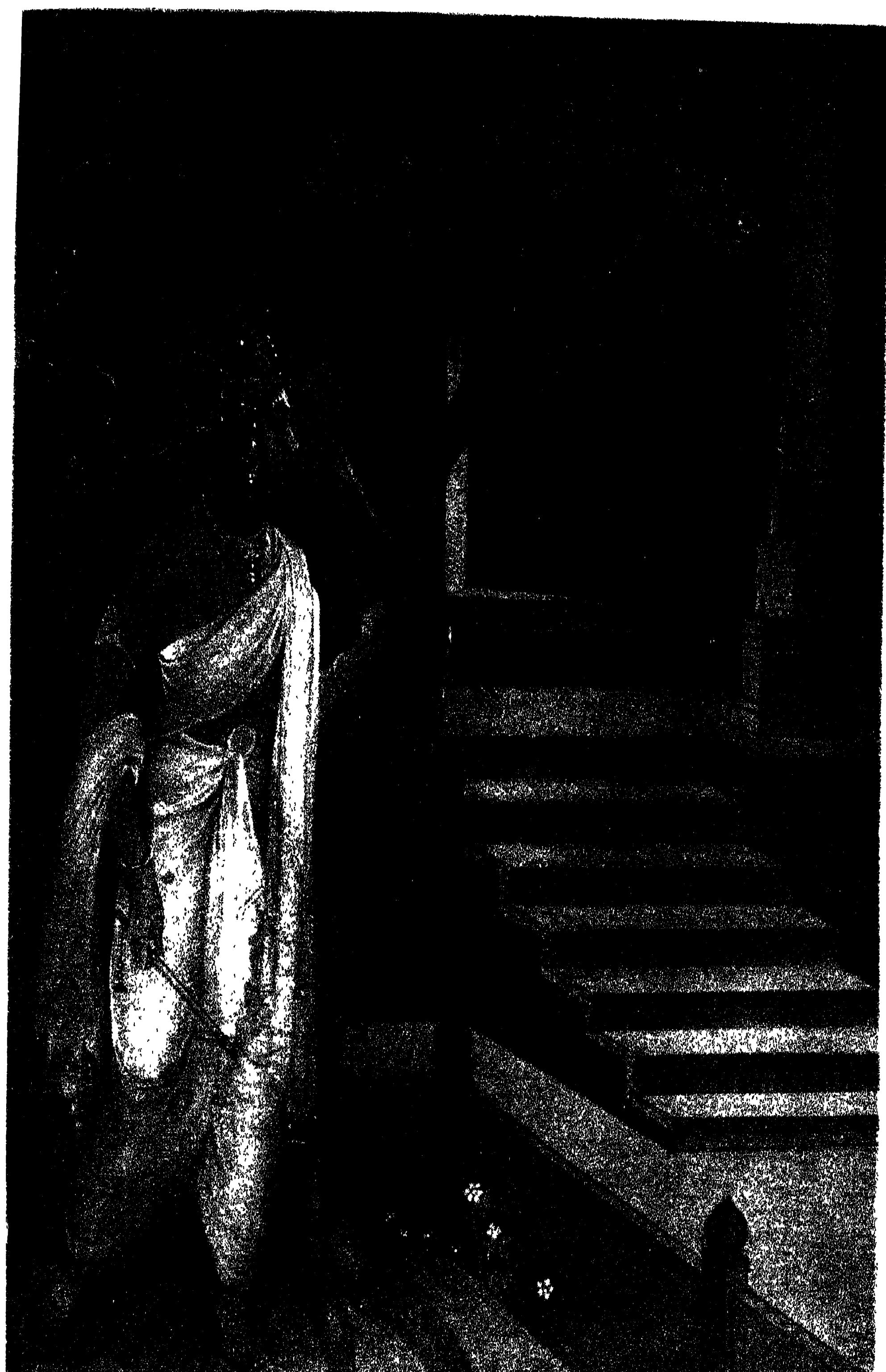
—একশো-তিন—

সখি, আকুল দু-বাহু পাশে—
নিবিড় বাঁধনে জড়াইয়া বুকে
রতি-রঞ্জিত পরশন সুখে
বিরহ ক্লান্তি মুছাইবে মধু ভাষে ?




এক দিন—



হংসদূতম্

দুকূলং বিভ্রাণো দলিতহরিতাল-দ্যুতিহরং
জবাপুষ্প-শ্রেণীরুচি-রুচিরপাদাম্বুজতলঃ।
তমালশ্যামাঙ্গো দরহসিতলীলাঞ্চিত মুখঃ
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোঽপি পুরুষঃ ॥১॥

যদা যাতো গোপীহৃদয়-মদনো নন্দসদনা-
ন্মুকুন্দো গান্ধিন্যাস্তনয়মনুবিন্ধন্মধুপুরীম্
তদা মাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী ॥২॥

কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুমন্তর্গতমসৌ,
সহালীভির্লেভে তরলিতমনা যামুনতটীম্।
চিরাদস্যাশ্চিত্তং পরিচিতকুটীরাবলোকনা
দবস্থা তস্তার স্ফুটমথ সুষুপ্তেঃ প্রিয়সখী ॥৩॥

তদা নিস্পন্দাঙ্গী কলিতনলিনীপল্লবকুলৈঃ,
পরীণাহাৎ প্রেম্নামকুশলশতাশঙ্কিহৃদয়ৈঃ।
দৃগম্ভোগম্ভীরীকৃতমিহিরপুত্রীলহরিভি-
র্বিলীনা ধূলীনামুপরি পরিবব্রে পরিজনৈঃ ॥৪॥

ততস্তাং ন্যস্তাঙ্গীমুরসি ললিতায়াঃ কমলিনী-
পলাশৈঃ কালিন্দীসলিলশিশিরৈর্বিজিত তনুম্।
পরাবৃত্তশ্বাসাঙ্কুরকলিতকণ্ঠীং কলয়তাং,
সখীসন্দোহানাং প্রমদভরশালী ধ্বনিরভূৎ ॥৫॥

নিধায়াঙ্কে পঙ্কেরুহদলবিটঙ্কস্য ললিতা,
ততো রাধাং নীরাহরণসরণৌ ন্যস্য চরণৌ।
মিলন্তং কালিন্দীপুলিনভুবি খেলাঞ্চিতগতিং
দদর্শাগ্রে কঞ্চিন্মধুরবিরুতং শ্বেতগরুতম্ ॥৬॥

তদালোকস্তোকোচ্ছ্বসিতহৃদয়া সাদরমসৌ,
প্রণামং শংসন্তী লঘু লঘু সমাসাদ্য সবিধিম্।
ধৃতোৎকণ্ঠা সদ্যো হরিসদসি সন্দেশহরণে,
বরং দূতং মেনে তমতিললিতং হন্ত ললিতা ॥৭॥

অমর্ষাৎ প্রেমের্ষাং সপদি দধতী কংসদমনে,
প্রবৃত্তা হংসায় স্বমভিলষিতং শংসিতুমসৌ।
ন তস্যা দোষোঽয়ং যদিহ বিহগং প্রার্থিতবতী
ন কস্মিন্ বিশ্রম্ভং দিশতি হরিভক্তিপ্রণয়িতা ॥৮॥

পবিত্রেষু প্রায়ো বিরচয়সি তোয়েষু বসতিং,
প্রমোদং নালীকে বহসি বিশদাত্মা স্বয়মসি।
ততোঽহং দুঃখার্ত্তা শরণমবলা ত্বাং গতবতী,
ন ভিক্ষা সৎপক্ষে ব্রজতি হি কদাচিদ্বিফলতাম্ ॥৯॥

চিরং বিস্মৃত্যাস্মান্ বিরহদহনজ্বালবিকলাঃ,
কলাবান্ সানন্দং বসতি মথুরায়াং মধুরিপুঃ।
তদেতং সন্দেশং স্বমনসি সমারোপ্য নিখিলং,
ভবান্ ক্ষিপ্রং তস্য শ্রবণপদবীং সঙ্গময়তু ॥১০॥

নিরস্তপ্রত্যূহং ভবতু ভবতো বর্ত্মনি শিবং
সমুত্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রং মনসি মুদমাধায় সদয়ম্।
অধস্তাদ্ধাবন্তো লঘু লঘু সমুত্তাননয়নৈ-
র্ভবন্তং বীক্ষন্তাং কুতুকতরলা গোপশিশবঃ ॥১১॥

কিশোরোত্তংসোঽসৌ কঠিনমতিনা দানপতিনা
যয়া নিন্যে তূর্ণং পতগ-রমণী-জীবিতপতিঃ।
তয়া গন্তব্যা তে নিখিলজগদেকপ্রথিতয়া
পদব্যা ভব্যানাং তিলক কিল দাসার্হনগরী ॥১২॥

গলদ্বাষ্পাসারপ্লুতধবলগণ্ডা মৃগদৃশো
বিদূয়ন্তে যত্র প্রবলমদনাবেশবিবশাঃ।
ত্বয়া বিজ্ঞাবত্যা হরিচরণসঙ্গপ্রণয়িনো
ধ্রুবং সা চক্রাঙ্কী রতিসখশতাঙ্গস্য পদবী ॥১৩॥

পিবন্ জম্বুশ্যামং মিহিরদুহিতুর্ব্বারি মধুরং
মৃণালীর্ভুঞ্জানো হিমকরকণাকোমলরুচঃ।
ক্ষণং হৃষ্টস্তিষ্ঠন্ নিবিড়বিটপে শাখিনি সখে,
সুখেন প্রস্থানং রচয়তু ভবান্ বৃষ্ণিনগরে ॥১৪॥

বলাদাক্রন্দন্তী রথপথিকমক্রূরমিলিতং
বিদূরাদাভীরীততিমনুযযৌ যেন রমণম্।
তমাদৌ পন্থানং রচয় চরিতার্থা ভবতু তে
বিরাজন্তী সর্ব্বোপরি পরমহংসস্থিতিরিয়ম্ ॥১৫॥

অকস্মাদস্মাকং হরিরপহরন্নংশুকভবম্
যমারূঢ়ো গূঢ়প্রণয়লহরীঃ কন্দলয়িতুম্।
তব শ্রান্তস্যান্তঃস্থগিতরবিবিম্বঃ কিসলয়ৈঃ
কদম্বঃ কাদম্ব! ত্বরিতমবলম্বঃ স ভবিতা ॥১৬॥

কিরন্তি লাবণ্যং দিশি দিশি শিখণ্ড স্তবকানি
দধানা সাধীয়ঃ কনকবিমলদ্যোতবসনম্।
তমালশ্যামাঙ্গঃ সরলমু লীচুম্বিতমুখঃ
জগৌচিত্রং যত্র প্রকটপরমানন্দলহরী ॥১৭॥

তয়া ভূয়ঃ ক্রীড়ারভস বিকসদ্বল্লববধূ
র্বপুর্বল্লী ভ্রশ্যন্মৃগমদকণশ্যামলিকয়া।
বিধাতব্যো হল্লীসকদলিতমল্লীলতিকয়া
সমন্তাদুল্লাসস্তব মনসি রাসস্থলিকয়া ॥১৮॥

তদন্তেবাসন্তী বিরচিতমনঙ্গোৎসবকলা
চতুঃশালং শৌরেঃ স্ফুরতি ন দৃশৌ তত্র বিকিরেঃ।
তদালোকোদ্ভেদপ্রমদভরবিস্মারিত গতি
ক্রিয়ে জাতে তাবত্ত্বয়ি বত হতা গোপবনিতা ॥১৯॥

মম স্যাদর্থানাং ক্ষতিরিহ বিলম্বাদ্ যদপি তে
বিলোকেথাঃ সর্ব্বং তদপি হরিকেলিস্থলমিদং
তবেয়ং ন ব্যর্থা ভবতু শুচিতা কঃ সহি সখে!
গুণো যশ্চানুরদ্ধিষি মতিনিবেশায় ন ভবেৎ ॥২০॥

সকৃদ্বংশীনাদশ্রবণমিলিতাভীরবনিতা
রহঃক্রীড়াসাক্ষী প্রতিপদলতাসঙ্গসুভগঃ।
স ধেনূনাং বন্ধুর্মধুমথনখট্টায়িতশিলঃ
করিষ্যত্যানন্দং সপদি তব গোবর্দ্ধনগিরিঃ ॥২১॥

তমেবাদ্রিং চক্রাঙ্কিতকরপরিষ্বঙ্গরসিকং
মহীচক্রে শঙ্কেমহি শিখরিণাং শেখরতয়া।
অরাতিং জ্ঞাতীনাং ননু হরিহরং য পরিভবন্
যথার্থং স্বংনাম ব্যধিত ভুবি গোবর্দ্ধন ইতি ॥২২॥

তমালস্যালোকাদ্ গিরিপরিসরে সন্তি চপলাঃ
পুলিন্দ্যো গোবিন্দস্মরণরভসোত্তপ্তবপুষঃ।
শনৈস্তাপং তাসাং ক্ষণমপনয়ম্ যাস্যতি ভবা-
নবশ্যং কালিন্দীসলিলশিশিরৈঃ পক্ষপবনৈঃ ॥২৩॥

তদন্তে শ্রীকান্তস্মরসমরবাটী পুলকিতা
কদম্বানাং বাটী রসিকপরিপাটী স্ফুরয়তি।
তমাসীনস্তস্যাং ন যদি পরিতো নন্দসি ততো
বভূব ব্যর্থাতে ঘনরসনিবেশ ব্যসনিতা ॥২৪॥

শরন্মেঘশ্রেণী প্রতিভটমরিষ্টাসুরশির-
শ্চিরং শুষ্কং বৃন্দাবনপরিসরে দ্রক্ষ্যতি ভবান্।
যদারোঢ়ুং দূরান্মিলতি কিল কৈলাসশিখরি-
ভ্রমাক্রান্তস্বান্তো গিরিশ-সুহৃদঃ কিঙ্করগণঃ ॥২৫॥

রুবন্ যাতি স্বৈরং চরমদশয়া চুম্বিতরুচো
নিতম্বিন্যো বৃন্দাবনভুবি সখে সন্তি বহবঃ।
পরাবর্ত্তিষ্যন্তে তুলিতমুরজিন্নূপুররবাৎ
তব ধ্বানাৎ তাসাং বহিরপি গতা ক্ষিপ্রমসবঃ ॥২৬॥

ত্বমাসীনঃ শাখান্তরমিলিতচঞ্চুর্ত্বিষি সুখং
দধীথা ভাণ্ডীরে ক্ষণমপি ঘনশ্যামলরুচৌ।
ততো হংসং বিভ্রন্নিখিলনভসশ্চিক্রমিষয়া
স বর্দ্ধিষ্ণুং বিষ্ণুং কলিতদরচক্রং তুলয়িতা ॥২৭॥

ত্বমষ্টাভির্নে ত্রৈর্বিগলদমলপ্রেমসলিলৈ-
র্মুহুঃ সিক্তস্তস্যাং চতুর চতুরাস্যস্থিতিভুবম্।
জিহীর্ষা বিখ্যাতাং স্ফুটমিহ ভবদ্বান্ধবরথ,
প্রবিষ্টং মংস্যন্তে বিধিমটবিদেব্যস্তয়ি গতে ॥২৮॥

উদঞ্চন্নেত্রাম্ভঃ প্রসর লহরী পিচ্ছিল পদ-(১)
স্খলৎ পাদন্যাস প্রণিহিত বিলম্বাকুলধিয়ঃ।

পাঠান্তর—(১) পথ

হরৌ যস্মিন্মন্দে(২) ত্বরিত যমুনাকূল গমন-
স্পৃহা ক্ষিপ্তা গোপ্যো যযুরনুপদং কামপি দিশম্(৩) ॥২৯

মুহুর্লাস্যক্রীড়াপ্রমদমিল দাহো পুরুষিকা,
বিকাশেন ভ্রষ্টৈঃ ফণিমণিকুলৈর্ধূমল রুচৌ।
পুরস্তস্মিন্নীপক্রমকুসুমকিঞ্জল্কসুরভৌ
ত্বয়া পুণ্যে পেয়ং মধুরমুদকম্ কালিয়হ্রদে ॥৩০

তৃণাবর্ত্তারাতের্বিরহদবসন্তাপিততনোঃ
সদাভীরীবৃন্দ প্রণয় বহুমানোন্নতিবিদঃ।
(৪)বিধাতব্যো নর্মস্তবকভরসংবর্দ্ধিত-শুচ-
স্ত্বয়া বৃন্দাদেব্যাঃ পরমবিনয়াদ্বন্দনবিধিঃ ॥৩১॥

ইতি ক্রান্ত্বা কেকাকৃতবিরুতিমেকাদশবনীং
ঘনীভূতং চূতৈর্ব্রজ মধুবনং দ্বাদশমিদং।
পুরী যস্মিনাস্তে যদুকুলভুবাং নির্ম্মল যশো-
ভরাণাং ধারাভির্ধবলিত ধরিত্রী পরিসরা ॥৩২॥

নিকেতৈরাকীর্ণা গিরিশগিরিডিম্ভ প্রতিভটৈ-
রবষ্টম্ভস্তম্ভাবলি বিলসিতৈঃ পুষ্পিতবনা।
নিবিষ্টা কালিন্দীতটভুবি তবাধাস্যতি সখে!
সমন্তাদানন্দং মধুরজলবৃন্দা মধুপুরী ॥৩৩॥

বৃষঃ শম্ভোর্যস্যাং দশতি নবমেকত্র যবসং
বিরিঞ্চেরন্যস্মিন্ গিলতি(৫) কলহংসো বিলসতাম্।
ক্বচিৎ ক্রৌঞ্চারাতেঃ কবলয়তি কেকী বিষধরং
বিলীঢ়ে শল্লক্যা বলরিপুকরী পল্লবমিতঃ ॥৩৪॥

অবোধিষ্ঠাঃ কায়ান্ন হি বিচলিতাং প্রচ্ছদপটীং
বিমুক্তামজ্ঞাসীঃ পথি পথি ন মুক্তাবলিমপি।
অয়ি শ্রীগোবিন্দস্মরণমদিরামত্তহৃদয়ে,
সতীতি খ্যাতিং তে হসতি কুলটানাং কুলমিদং ॥৩৫॥

অসব্যং বিভ্রাণা পদমধুতলাক্ষারসমসৌ
প্রয়াতোঽহং মুগ্ধে বিরম মম বেশৈঃ কিমধুনা।
অমন্দাদাশঙ্কে সখি পুরপুরন্ধ্রী কলকলা-
দলিন্দাগ্রে বৃন্দাবনকুসুমধন্বা বিজয়তে ॥৩৬॥

(২) যস্মিন্নগ্নে; (৩) দশাং; (৪) প্রণেতব্যো। (৫) গিরতি।

অয়ং লীলাপাঙ্গস্নপিত পুরবীথী পরিসরো-
নবাশোকোত্তংসশ্চলতি পুরতঃ কংসবিজয়ী।
কিমস্মানেতস্মান্মণিভবন পৃষ্ঠাদ্বিমুদতী
ত্বমেকা স্তব্ধাক্ষী মৃগয়সি গবাক্ষাবলিমপি ॥৩৭॥

মুহুঃ শূন্যাং দৃষ্টিং বহসি রহসি ধ্যায়সি সদা
শৃণোসি প্রত্যক্ষং নবপরিজনজ্ঞাপনশতম্।
ততঃ শঙ্কে পঙ্কেরুহমুখি, যযৌ শ্যামলরুচিঃ
স যূনামুত্তংসস্তব নয়নবীথীপথিকতাম্ ॥৩৮॥

বিলজ্জং মারোদীরিহ সখি পুনর্যাস্যতি হরি-
স্তবাপাঙ্গক্রীড়ানিবিড়পরিচর্য্যাগ্রহিণতাম্।
ইতিস্বৈরং যস্যাং পথি পথি মুরারেরভিনব-
প্রবেশে নারীণাং রতিরভমজল্পা ববৃধিরে ॥৩৯॥

সখে সাক্ষাদ্দামোদরবদনচন্দ্রাবলোকন-
স্ফুরৎ-প্রেমানন্দ প্রকরলহরীচুম্বিতধিয়ঃ।
মুহুস্তত্রাভীরীসমুদয়শিরোন্যস্তবিপদ-
স্তবাশ্লোরানন্দং বিদধতি পুরা পৌরবনিতাঃ ॥৪০॥

অথ ক্রামংক্রামং ক্রমঘটনয়া সঙ্কটতরা-
ন্নিবাসান্ বৃষ্ণীনামনুসর পুরমধ্যবসিতাম্।
মুরারাতের্যত্র স্থগিতগগনাভির্বিজয়তে-
পতাকাভিঃ সন্তর্পিত ভবমন্তঃপুরবরম্ ॥৪১॥

যদুৎসঙ্গে তুঙ্গস্ফটিকরচিতাঃ সন্তিপরিতো
মরালা মাণিক্যপ্রকরঘটিতত্রোটিচরণাঃ।
সুহৃদ্বুদ্ধ্যা হংসাঃ কলিতমধুরস্থাম্বুজভুবঃ
সমার্য্যাদা যেষাং সপদি পরিচর্য্যাং বিদধতি ॥৪২॥

চিরানুগাম্ভীনাং পশুপরমনীনামপি কুলৈ-
রলব্ধং কালিন্দীপুলিনবিপিনে লীনমভিতঃ।
মদালোকোল্লাসিস্মিতপরিচিতাস্যং প্রিয়সখি
স্ফুরন্তং বীক্ষিষ্যে পুনরপি কিমগ্রে মুরভিদম্ ॥৪৩॥

(যুগ্মকম্)

বিষাদং মা কার্ষীর্ক্রতমবিতথব্যাহৃতিরসৌ
সমাগন্তা রাধে ধৃতনবশিখণ্ডস্তব সখা।

ইতি ক্রাতে যস্যাং শুকমিথুনমিন্দ্রাম্বুজকৃতে
যদাভীরীবৃন্দৈরুপস্থিতমভূদুদ্ধবকরে ॥৪৪॥

ঘনশ্যামা ভ্রাম্যত্যুপরি হরিহর্ম্মস্য শিখিভিঃ
কৃতস্তোত্রা মুগ্ধৈরগুরুরচিতা ধূমলতিকা।
তদালোকাদ্ধীর স্ফুরতি তব চেন্মানসরুচি-
র্জিতং তর্হি স্বৈরং জলসহনিবাস প্রিয়তয়া ॥৪৫॥

ততো মধ্যে কক্ষং প্রতি নবগবাক্ষস্তবকিনং
চলন্মুক্তালম্বস্ফুরিতমমল স্তম্ভনিবহম্।
ভবান্ দ্রষ্টা হেমোল্লিখিতদশমস্কন্ধচরিতো-
ল্লসদ্ভিত্তিপ্রান্তং মুরবিজয়িনঃ কেলিনিলয়ম্ ॥৪৬॥

নিবিষ্টঃ পল্যঙ্কে মৃদুলতরতূলীধবলিতে
ত্রিলোকীলক্ষ্মীণাং ককুদি দরসাচীকৃততনুঃ।
অমন্দং পূর্ণেন্দুপ্রতিমমুপধানং প্রমুদিতো
নিধায়াগ্রে তস্মিন্নুপহিতকফোণিদ্বয়ভরঃ ॥৪ ॥

(যুগ্মকম্)

উদঞ্চৎ কালিন্দীসলিলসুভগস্তাবকরুচিঃ
কপোলান্তে প্রেঙ্খন্মনিমকরমুদ্রামধুরিমা।
বসানঃ কৌষেয়ং জিতকনকলক্ষ্মীপরিমলং
মুকুন্দস্তে সাক্ষাৎপ্রমদসুধয়া সেক্ষ্যতি দৃশৌ ॥৪৮॥

অলিন্দে যস্যান্তে মরকতময়ী যষ্টিরমলা
শয়ালুর্যাং রাত্রৌ মদকলকলাপী কলয়তি
নিরাতঙ্কস্তস্যাঃ শিখরমধিরুহ্য শ্রমনুদং
প্রতীক্ষেথা ভ্রাতর্বরমবসরং যাদবপতেঃ ॥৪৯॥

বিকদ্রুঃ পৌরাণীরখিল কুলবৃদ্ধো যদুপতে-
রদূরাদাসীনো মধুরভণিতীর্গাস্যতি সদা।
পুরস্তাদাভীরীগণভয়দনামা স কঠিনো
মণিস্তম্ভালম্বী কুরুকুলকথাং সঙ্কলয়িতা ॥৫০॥

শিনীনামুত্তংসঃ স কিল কৃতবর্ম্মাপ্যুভয়তঃ
প্রণেষ্যেতে বালব্যজনযুগলান্দোলনবিধিম্।
স জানুভ্যামষ্টাপদভুবমবষ্টভ্য ভবিতা
গুরোঃ শিষ্যো নূনং পদকমল সংবাহনরতঃ ॥৫১॥

বিহঙ্গেন্দ্রো যুগ্মীকৃত করসরোজো ভুবি পুরঃ
কৃতাশঙ্কো ভাবী প্রজবিনিনিদেশেঽপিতিমনাঃ।
ছদদ্বন্দ্বে যস্য ধ্বনতি মথুরাবাসিবটবো
ব্যদস্যন্তে সামস্বরজনিতমন্যোন্যকলহম্ ॥৫২॥

ন নির্ব্বক্তুং দামোদরপদকর্ণিষ্ঠাঙ্গুলিনখ
দ্যুতীনাং লাবণ্যং ভবতি চতুরাস্যোপি চতুরঃ।
তথাপি স্ত্রীপ্রজ্ঞাসুলভতরলত্বাদহমসৌ
প্রবৃত্তা তন্মূর্ত্তিস্তবরতি-মহাসাহসরসে ॥৫৩॥

বিরাজন্তে যস্য ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকল-
স্বয়ম্ভূচূড়াগ্রৈর্লুলিত শিখরাঃ পাদনখরাঃ।
ক্ষণং যানালোক্য প্রকটপরমানন্দবিবশঃ
স দেবর্ষির্মুক্তানপি তনুভৃতঃ শোচতি ভৃশম্ ॥৫৪॥

সরোজানাং বৃন্দঃ শ্রিয়মভিলষন্ যস্যপদয়ো-
র্যযৌ রাগাঢ্যানাং বিধুরমুদবাসব্রতবিধিম্।
হিমং বন্দে নীচৈরনুচিতবিধানব্যসনিনাং
যদেষাং প্রাণান্তং দমনমনুবর্ষং প্রণয়তি ॥৫৫॥

রুচীনামুল্লাসৈর্মরকতময় স্থূলকদলী-
কদম্বাহঙ্কারং কবলয়তি যস্যোরুযুগলম্।
যদালানস্তম্ভদ্যুতিমবললম্বে বলভৃতাং
মদাদুদ্দামানাং পশুপরমণীচিত্তকরিণাম্ ॥৫৬॥

সখে যস্যাভীরীনয়নশফরীজীবনবিধৌ
নিদানং গাম্ভীর্য্যপ্রসরকলিতা নাভিসরসী।
যতঃ কল্পস্যাদৌ সকলজনকোৎপত্তিবড়ভী-
গভীরান্তঃবক্ষাধৃতভুবনমম্ভোরুহমভূৎ ॥৫৭॥

দ্যুতিং ধত্তে যস্য ত্রিবলিলতিকাসঙ্কটতরং
সখে দামশ্রেণীক্ষণ পরিচয়াভিজ্ঞমুদরম্।
যশোদা যস্যান্তঃ স্মরনরভুজঙ্গৈঃ পরিবৃতং
মুখদ্বারা বারদ্বয়মবলুলোকে ত্রিভুবনম্ ॥৫৮॥

উরো যস্য স্ফারং স্ফুরতি বনমালাবলয়িতং
বিতন্বানং তন্বীজনমনসি সদ্যো মনসিজম্।

মরীচিভির্যস্মিন্ রবিনিবহতুল্যোঽপি বহতে
সদা খদ্যোতাভাং ভুবনমধুরঃ কৌস্তুভমণিঃ ॥৫৯॥

সমন্তাদুন্মীলদ্বলভিদুপল স্তম্ভ যুগল-
প্রভাজৈত্রং কেশিদ্বিজলুলিতকেয়ূরললিতম্।
স্মরক্লাম্যদ্গোপীপটলহঠকণ্ঠগ্রহপরং
ভুজদ্বন্দ্বং যস্য স্ফুট সুরভিগন্ধং বিজয়তে ॥৬০॥

জিহীতে সাম্রাজ্যং জগতি নবলাবণ্যলহরী
পরিপাকস্যাস্তর্মু দিতমদনাবেশমধুরম্।
নটদ্ভ্রূবল্লীকং স্মিতনবসুধাকেলিসদনং
স্ফুরন্মুক্তাপঙ্ক্তিপ্রতিমরদনং যস্য বদনং ॥৬১॥

কিমেভির্ব্যাহারৈঃ কলয় কথয়ামি স্ফুটমহং
সখে নিঃসন্দেহং পরিচয়পদং কেবলমিদং।
পরানন্দো যস্মিন্নয়নপদবীভাজি ভবিতা
ত্বয়া বিজ্ঞাতব্যো মধুররব! সোঽয়ং মধুরিপুঃ ॥৬২॥

বিলোকেথাঃ কৃষ্ণং মদকলমরালী রতিকলা-
বিদগ্ধব্যামুগ্ধং যদি পুরবধূবিভ্রমভরৈঃ।
তদা নাস্মান্ গ্রাম্যাঃ শ্রবণপদবীং তস্য গময়েঃ
সুধাপূর্ণং চেতঃ কথমপি ন তক্রং মৃগয়তে ॥৬৩॥

যদা বৃন্দারণ্যস্মরণলহরী হেতুরমলং
পিকানাং বেবেষ্টি প্রতিহরিতমুচ্চৈঃ কুহুরুতম্।
বহন্তে বা বাতাঃ স্ফুরিতগিরিমল্লীপরিমলা-
স্তদৈবাস্মাকীনাং গিরমুপহরেথা মুরভিদি ॥৬৪॥

পুরা তিষ্ঠন্ গোষ্ঠে নিখিলরমণীভ্যঃ প্রিয়তয়া
ভবান্ যস্যাং গোপীরমণ! বিদধে গৌরবভরম্।
সখী তস্যা বিজ্ঞাপয়তি ললিতা ধীরললিত!
প্রণম্য শ্রীপাদাম্বুজকনকপীঠোপরিসরে ॥৬৫॥

প্রযত্নাদাবাল্যং নবকমলিনীপল্লবকুলৈ-
স্ত্বয়া ভূয়ো যস্যাঃ কৃতমহহ সংবর্দ্ধনমভূৎ।
চিরাদূধোভারাস্ফুরণগরিমাক্রান্তজঘনা
বভূব প্রষ্ঠৌহী মুরমথন সেয়ং কপিলিকা ॥৬৬॥

সমীপে নীপানাং ত্রিচতুরদলা হস্তগমিতা
ত্বয়া মাকন্দস্য প্রিয়সহচরী ভাবনিয়তিম্।
ইয়ং সা বাসন্তী গলদমলমাধ্বীকপটলী-
মিষাদগ্রে গোপীরমণ! রুদতী রোদয়তি নঃ ॥৬৭॥

প্রসূতো দেবক্যা মুরমথন যঃ কোঽপি পুরুষঃ
স জাতো গোপালাভ্যুদয় পরমানন্দবসতিঃ।
ধৃতো যো গান্ধিন্যা কঠিনজঠরে সম্প্রতি ততঃ
সমন্তাদেবাস্তং শিবশিব গতা গোকুলকথা ॥৬৮॥

অরিষ্টেনাহূতাঃ পশুপসুদৃশো যান্তি বিপদং
তৃণাবর্ত্তাক্রান্ত্যা রচয়তি ভয়ং চত্বরচয়ঃ।
অমী ব্যোমীভূতা ব্রজবসতিভূমীপরিসরাঃ
বহন্তে সন্তাপং মুরহর! বিদূরং ত্বয়ি গতে ॥৬৯॥

ত্বয়া নাগন্তব্যং কথমিহ হরে! গোষ্ঠমধুনা
লতাশ্রেণী বৃন্দাবনভুবি যতোঽভূদ্বিষময়ী।
প্রসূনানাং গন্ধং কথমিতরথা বাতনিহিতং
ভজন্ সদ্যো মূর্চ্ছাং বহতি নিবহো গোপসুদৃশাম্ ॥৭০

কথং সঙ্গোঽস্মাভিঃ সহ সমুচিতঃ সম্প্রতি হরে
বয়ং গ্রাম্যা নার্য্যস্ত্বমসি নৃপকন্যার্চ্চিতপদঃ।
গতঃকালো যস্মিন্ পশুপরমণী-সঙ্গমকৃতে
ভবান্ ব্যগ্রস্তস্থৌ তমসি গৃহবাটীবিটপিনঃ ॥৭১॥

বয়ং ত্যক্তাঃ স্বামিন যদিহ তব কিং দূষণমিদং
নিসর্গঃ শ্যামানাময়মতিতরাং দুষ্পরিহরঃ।
কুহূকণ্ঠৈরণ্ডাবধিসহনিবাসাৎ পরিচিতাঃ
বিসৃজ্যন্তে সদ্যঃ কলিতনবপক্ষৈর্বলিভুজঃ ॥৭২॥

অয় পূর্ব্বো রঙ্গঃ কিল পরিচিতো যস্য তব সা (১)
রসাদাখ্যাতব্যং পরিকলয় তন্নাটকমিদম্।
ময়া প্রষ্টব্যোঽসি প্রথমমিতি বৃন্দাবনপতে
কিমাহ(২)রাধেতি স্মরসি তত কিং বর্ণযুগলম্ ॥৭৩

পাঠান্তর—(১) বিরচিতো যস্য চরমা। (২) কিমাহো।

অয়ে কুঞ্জদ্রোণীকুহরগৃহমেধিন্ কিমধুনা
পরোক্ষং বক্ষ্যন্তে পশুপরমণী দুর্নিয়তয়ঃ।
প্রবীণা গোপীনাং তব চরণপদ্মেঽর্পিতমনা (৩)
যযৌ রাধা সাধারণ-সমুচিতপ্রশ্নপদবীম্ ॥৭৪॥

ত্বয়া গোষ্ঠং গোষ্ঠীতিলক ! কিল চেদ্বিস্মৃতমিদং
ন তূর্ণং ধূমোর্ণাপতিরপি বিধত্তে যদি কৃপাং।
অহর্বৃন্দং বৃন্দাবনকুসুমপালীপরিমলৈ-
র্দুরালোকং শোকাস্পদমথ কথং নেষ্যতি সখী ॥৭৫॥

তরঙ্গৈঃ কুর্ব্বাণা শমনভগিনীলাঘবমসৌ
নদীং কাঞ্চিদ্গোষ্ঠে নয়নজলপূরৈরজনয়ৎ।
ইতীবাস্যা দ্বেবাদভিমতদশাপ্রার্থনময়ীং
মুরারে বিজ্ঞপ্তিং নিশময়তি মানী ন শমনঃ ॥৭৬॥

কৃতাকৃষ্টিক্রীড়ং কিমপি তব রূপং মম সখী
সকৃদ্-দৃষ্ট্বা দূরাদহিত হিতবোধোজ্ঝিতমতিঃ।
হতাশেয়ং প্রেমানলমনুবিশন্তী সরভসং
পতঙ্গীবাত্মানং মুরহর মুহুর্দাহিতবতী ॥৭৭॥

ময়া বাচ্যঃ কিং বা ত্বমিহ নিজদোষাৎ পরমসৌ
যযৌ মন্দা বৃন্দাবনকুমুদবন্ধো বিধুরতাম্।
যদর্থং দুঃখাগ্নির্দহতি ন তমদ্যাপি হৃদয়ান্
ন যস্মাদ্দুর্মেধা লবমপি ভবন্তং দবয়তি ॥৭৮॥

কিমাবিষ্টা ভূতৈঃ সপদি যদি বা ক্রূরফণিনা
ক্ষতাপস্মারেণ চ্যুতমতিরকস্মাৎ কিমপতৎ।
ইতি ব্যগ্রৈরস্যাং গুরুভিরভিতো বেণুনিনদ-
শ্রবাদ্বিভ্রষ্টায়াং মুরহর বিকল্পা বিদধিরে ॥৭৯॥

নবীনেয়ং সম্প্রত্যকুশল পরীপাক লহরী
নরীনর্ত্তি স্বৈরং মম সহচরী-চিত্তকুহরে।
জগন্নেত্রশ্রেণীমধুর মথুরায়াং নিবসত-
শ্চিরাদার্ত্তা বার্ত্তামপি তব যদেষা ন লভতে ॥৮০॥

(৩) চরণপদ্মেঽপি বৰ্দ্মিং।

জনান্ সিদ্ধাদেশান্ নমতি ভজতে মান্ত্রিকগণান্
বিধত্তে শুশ্রূষামধিক বিনয়েনৌষধিবিদাম্।
ত্বদীক্ষা দীক্ষায়ৈ পরিচরতি ভক্ত্যা গিরিসুতাং
মনীষা হি ব্যগ্রা কিমপি সুখহেতুং ন মনুতে ॥৮১॥

ত্রিবক্রাহো ধন্যা হৃদয়মিব তে স্বং পুরমসৌ
সমাসাদ্য স্বৈরং যদিহ বিলসন্তী নিবসতি।
ধ্রুবং পুণ্যভ্রংশাদজনি সরলেয়ং মম সখী
প্রবেশস্তত্রাভূৎ ক্ষণমপি যদস্যা ন সুলভঃ ॥৮২॥

পশূনাং পাতারং ভুজগ রিপুপত্র প্রণয়িনং
স্মরোদ্বর্দ্ধিক্রীড়ং নিবিড়ঘনসারদ্যুতিহরম্।
সদাভ্যর্ণে নন্দীশ্বর গিরিভুবো রঙ্গরসিকং
ভবন্তং কংসারে ভজতি ভবাদাপ্ত্যৈ মম সখী ॥৮৩॥

ভবন্তং সন্তপ্তা বিদলিত তমালাঙ্কুররসৈ-
র্বিলিখ্য ভ্রূভঙ্গীকৃতমদনকোদণ্ডকদনং।
নিধাস্যন্তী কণ্ঠে তব নিজভুজবল্লরিমসৌ
ধরণ্যামুন্মীলজ্জড়িমনিবিড়াঙ্গী বিলুঠতি ॥৮৪॥

কদাচিন্মূঢ়েয়ং নিবিড় ভবদীয় স্মৃতিমদা-
দমন্দাদাত্মানং কলয়তি ভবন্তং মম সখী।
তথাস্যা রাধায়া বিরহদহনাকল্পিতধিয়ো
মুরারে দুঃসাধা ক্ষণমপি ন বাধা বিরমতি ॥৮৫॥

ত্বয়া সন্তাপানামুপরি পরিমুক্তাপি রভসা-
দিদানীমাপেদে তদপি তব চেষ্টাং প্রিয়সখী।
যদেষা কংসারে ভিদুর হৃদয়ং ত্বামবয়তী
সতীনাং মূর্দ্ধন্যা ভিদুরহৃদয়াঽভূদনুদিনম্ ॥৮৬॥

সমক্ষং সর্ব্বেষাং মিবসতি সমাধি-প্রণয়িনাং
ইতি শ্রুত্বা নূনং গুরুতরসমাধিং কলয়তি।
সদা কংসারাতে ভজসি যমিনাং নেত্র পদবীং
ইতি ব্যক্তং সজ্জীভবতি যমমালম্বিতুমপি ॥৮৭॥

মুরারে কালিন্দী সলিলদলদিন্দীবররুচে
মুকুন্দ শ্রীবৃন্দাবনমদন বৃন্দারকমণে।
ব্রজানন্দিন্নন্দীশ্বরদয়িত নন্দাত্মজ হরে
সদেতি ক্রন্দন্তী পরিজনশুচং কন্দলয়তি ॥৮৮॥

সমন্তাত্তুপ্তস্তব বিরহদাবাগ্নিশিখয়া
কৃতোদ্বেগঃ পঞ্চাশুগমৃগয়ুবেধব্যতিকরৈঃ।
তনূভূতং সত্ত্বস্তনুবনমিদং হাস্যতি হরে
হঠাদদ্য শ্বো বা মম সহচরী-প্রাণহরিণঃ ॥৮৯॥

পয়োরাশি স্ফীতত্বিষি হিম করোত্তংসমধুরে
দধানে দৃগ্‌ভঙ্গ্যা স্মরবিজয়ী রূপং মম সখী।
হরে দত্তস্বান্তা ভবতি তদিমাং কিং প্রভবতি
স্মরো হন্তং কিন্তু ব্যথয়তি ভবানেব কুতুকী ॥৯০॥

বিজানীষে ভাবং পশুপরমনীনাং যদুপতে
ন জানীমঃ কস্মাৎ তদপি বত মায়াং রচয়সি।
সমন্তাদধ্যাত্মং যদিহ পবন ব্যাধিরলপদ্
বলাদস্যাস্তেন ব্যসনকুলমেব দ্বিগুণিতম্ ॥৯১॥

গুরোরন্তেবাসী স ভজতি যদূনাং সচিবতাং
সখী কালিন্দীয়ং কিল ভবতি কালস্য ভগিনী
ভবেদন্যঃ কো বা নরপতিপুরে মৎপরিচিতো
দশামস্যাঃ শংসন্ যদুতিলক যস্ত্বামনুনয়েৎ ॥৯২॥

বিশীর্ণাঙ্গীমন্তর্ব্বন বিলুঠনাদুৎকলিকয়া
পরীতাং ভূয়স্যা সততমপরাগব্যতিকরাম্।
পরিধ্বস্তামোদাং বিরমিতসমস্তালিকুতুকাং
বিধো পাদস্পর্শাদপি সুখয় রাধাকুমুদিনীম্ ॥৯৩॥

বিপত্তিভ্যঃ প্রাণান্ কথমপি ভবৎসঙ্গমসুখ-
স্পৃহাধীনা শৌরে মম সহচরী রক্ষিতবতী।
অতিক্রান্তে সম্প্রত্যবধিদিবসে জীবনবিধৌ
হতাশা নিঃশঙ্কং বিতরতি দৃশৌ চূতমুকুলে ॥৯৪॥

প্রতিকারারম্ভশ্লথমতিভিরুদ্ভূৎ পরিণতে-
র্বিমুক্তায়া ব্যক্তস্মরকদনভাজঃ পরিজনৈঃ।
অমুঞ্চন্তী সঙ্গং কুবলয়দৃশঃ কেবলমসৌ
বলাদদ্য প্রাণানবতি ভবদাশা-সহচরী ॥৯৫॥

অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যাং নবনবা
পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা।
স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি ধিগিমাং তূলশকলং
যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি ॥৯৬॥

মুকুন্দ ভ্রান্তাক্ষী কিমপি যদসংকল্পিতশতং
বিধত্তে তদ্বক্তুং জগতমনুজঃ কঃ প্রভবতি।
কদাচিৎ কল্যাণী বিলপতি যদুৎকণ্ঠিত মতি-
স্তদাখ্যামি স্বামিন্ গময় কমরোত্তংস পদবীম্ (১)॥৯৭॥

অভূৎ কোঽপি প্রেমা ময়ি মুররিপোর্যঃ সখি পুরা
পরাং ধর্ম্মাপেক্ষামপি তদবলম্বান্ন গণয়েৎ (২)।
তথেদানীং হা ধিক্ সমজনি তটস্থঃ স্ফুটমহং
ভজে লজ্জাং যেন ক্ষণমিহ পুনর্জীবিতুমপি ॥৯৮॥

অমী কুঞ্জাঃ পূর্ব্বং মম ন দধিরে কামপি মুদং
ক্রমালীয়ং চেতঃ সখি ন কতিশো নন্দিত বতী।
ইদানীং পশ্যৈতে যুগপদুপতাপং বিদধতে
প্রভৌ মুক্তাপেক্ষে ভজতি নহি কো বা বিমুখতাম্ ॥৯৯॥

গরীয়ান্ মে প্রেমা ত্বয়ি পরমিতি স্নেহলঘুতা
ন জীবিষ্যামীতি প্রণয়গরিমা খ্যাপনবিধিঃ।
কথং নায়াসীতি স্মরণপরিপাটী প্রকটনং
হরৌ সন্দেশায় প্রিয়সখি ন মে বাগবসরঃ ॥১০০॥

যযৌ কালঃ কল্যাণ্যবকলিতকেলীপরিমলাং
বিলাসার্থী যস্মিন্নচলকুহরে লীনবপুষম্।

পাঠান্তর—(১) সবিধম্। তদবলম্বাদলঘয়ম্।

স মাং ধৃত্বা ধূর্ত্তঃ কৃতকপটরোষাং সখি হঠা-
দকার্ষীদাকর্ষন্নুরসি শশিলেখাশতবৃতাম্ ॥১০১॥

কদা প্রেমোন্মীলন্মদনমদিরাক্ষী সমুদয়ম্
বলাদাকর্ষন্তং মধুরমুরলী কাকলিকয়া।
মুহুর্ভ্রাম্যচ্চিল্লীচুলুকিত কুলস্ত্রীব্রতমহং
বিলোকিষ্যে লীলামদমিলদপাঙ্গী মুরভিদম্ ॥১০২॥

রণদ্‌ভৃঙ্গশ্রেণী সুহৃদি শরদারম্ভমধুরে
বনান্তে চান্দ্রীভিঃ কিরণলহরীভির্ধবলিতে।
কদা প্রেমোদ্দণ্ড স্মরকলহবৈতণ্ডিকমহং
করিষ্যে গোবিন্দং নিবিড়ভুজবন্ধ প্রণয়িনম্ ॥১০৩॥

ইতি শ্রীকংসারেঃ পদকমলয়োর্গোকুলকথাং
নিবেদ্য প্রত্যেকং ভজ পরিজনেষু প্রণয়িতাম্।
নিজাঙ্গে কাদম্বীসহচর বহন্ মণ্ডনতয়া
স যাত্যুচ্চৈঃ প্রেমপ্রবণমনুজগ্রাহ ভগবান ॥১০৪॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতং হংসদূতাখ্যং
কাব্যং সমাপ্তম্।

